বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৪-২০১৫

ছবি

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
www.mora.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৪-২০১৫

ছবি-৪

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

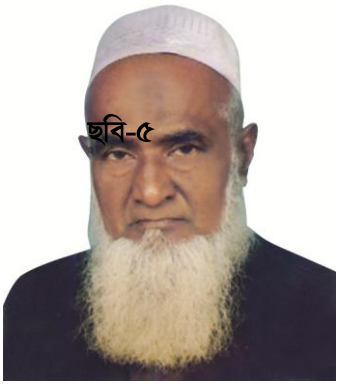

মন্ত্রী
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে সকল ধর্মাবলম্বীর সমঅধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। উন্নয়ন বান্ধব বর্তমান সরকারেরও লৰ্য হ'ল সকল ধর্মাবলম্বীর সমঅধিকার নিশ্চিত করা। এ লৰ্যকে সামনে রেখে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ সংস্থাসমূহ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড পরিচালনায় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যৰ তত্ত্বাবধানে হজ্জ কার্যক্রমে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ব্যাপক সফলতা অর্জন করেছে। বিগত পাঁচ বছরে হজ্জযাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে হজ্জ ব্যবস্থাপনায় আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ, চিকিৎসাসেবা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে সূচিত হয়েছে এক নবদিগন্ত। দেশের বিপুল সংখ্যক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সংস্কার, মেরামত ও পুনর্বাসনকল্পে অনুদান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করা হয়েছে। নিয়মিত আয়ের উৎসবিহীন দেশের বিভিন্ন মসজিদ ও অন্যান্য উপাসনালয়ের বিদ্যুত ও পানির বিল ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে বহন করা হচ্ছে। এ ছাড়া ধর্মীয় নেতাদের প্রশিৰণ প্রদান শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক ও নৈতিক শিৰা প্রদান, ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, প্রশিৰিত ও দৰ জনবল তৈরী এবং ধর্মীয় সংস্কৃতির উন্নয়নে এ মন্ত্রণালয়ের অবদান রেখে চলেছে। যা একটি সমৃদ্ধশালী ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে সহায়তা করছে।

প্রতিবারের মত ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ বার্ষিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে বর্তমান সরকারের গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকরে্পর সামগ্রিমক চিত্র যেমন ফুটে উঠেছে তেমনি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ সংস্থাসমূহের কর্মপদ্ধতি ও কর্মযজ্ঞের প্রতিফলন ঘটেছে। এ প্রতিবেদন প্রকাশে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ যাঁরা মেধা ব্যয় ও নিরলস পরিশ্রম করেছেন তাদেরকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও এর অধানস্থ দপ্তরসমূহের কর্মকান্ডকে আরও স্বচ্ছ ও গতিশীল করার জন্য আমি সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

(অধ্যৰ মতিউর রহমান)

ছবি-৬

সচিব
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন, ধর্মীয় সংস্কৃতির বিকাশ সাধন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সৌহার্দ, ভ্রাতৃত্ববোধ, মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার লক্ষে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে বর্তমান সরকার দায়িত্ব গহণের পর সকল ধর্মের সমান্তরাল উন্নয়ন এবং একটি অসাম্প্রদায়িক সুখী সমৃদ্ধিশালী ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টানসহ সকল সম্প্রদায়ের উন্নয়ন ও কল্যাণ নিশ্চিতকল্পে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশের হজ্জ ব্যবস্থাপনা, দেশের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠনসমূহের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, সংস্কার, মেরামত, ধর্মীয় নেতাদের সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক ৰেত্রে বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন, ওয়াক্ফ সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা, অধীনস্থ সংস্থা তথা ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ওয়াকফ প্রশাসন, হজ্জ অফিস, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাষ্ট, বৌদ্ধধর্মীয় কল্যাণ ট্রাষ্ট ও খিষ্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাষ্ট এর যাবতীয় উন্নয়নমূলক কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করাই হচ্ছে এ মন্ত্রণালয়ের উলেৰ্খযোগ্য কার্যক্রম।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন এ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ একটি গুরত্বপূর্ণ ধর্মায় সংস্থা। এ সংস্থার মাধ্যমে মুসলিম জনগোষ্ঠীর নৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যাপক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ওয়াক্ফ প্রশাসনেও আইনী অবকাঠামোর মধ্যে আধুনিক পরিবর্তনের ধারা সুচিত হয়েছে। বিগত পাঁচ বছরে ধর্মীয় খাতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুণগত ও পরিমাণগত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ধর্মায় নেতাদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং অফিস ও প্রশিক্ষণ একাডেমী পরিচালনার জন্য ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, প্রশিক্ষিত দক্ষ জনবল তৈরী এবং আন্তঃধর্মীয় সংস্কৃতির বিকাশ সাধন করা হয়েছে।

গত ২০১৪-১৫ অর্থবছরের গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রমের বিবরণী প্রকাশের লৰ্যে একটি পুস্তক প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ সংস্থাসমূহের গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কে সংশিৰ্ষ্ট সকলকে অবহিত করাই এ প্রকাশনার মূল লৰ্য ও উদ্দেশ্য। আমি এ প্রকাশনা কার্যক্রমের সাথে সংশিৰ্ষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ।

(ড. চৌধুরী মোঃ বাবুল হাসান)

সম্পাদকীয়

বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার সফল বাস্তবায়নের নিমিত্ত ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন, ধর্মীয় ও নৈতিক মান উন্নয়ন, ভ্রাতৃত্ববোধ ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার অভিষ্ট লৰ্যে একটি সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ বিনির্মাণে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বদ্ধপরিকর। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইস্তেহার ও রূপকল্প-২০২১ এর আলোকে এবং MDG এর লৰ্যমাত্রা অনুযায়ী এ মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে।

মহাজোট সরকারের আমলে হজ্জযাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি, হজ্জ ব্যবস্থাপনায় আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ, চিকিৎসাসেবা ও অন্যান্য আনুষংগিক সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে। দেশে-বিদেশে সর্বমহলে ইতোমধ্যে বাংলাদেশের হজ্জ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম প্রশংসিত হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য কার্যক্রমও উলেৰ্খযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী ২০১৪-১৫ অর্থবছরে সরকারের গৃহীত কার্যক্রম প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক তা প্রকাশ এবং স্ব স্ব ওয়েবসাইটে আপলোড করার লৰ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০১৪-১৫ অর্থবছরের সম্পাদিত কার্যক্রমের হালনাগাদ তথ্যাদি সকল দপ্তর/বিভাগ/সংস্থা হতে সংগ্রহ করে এ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং কার্যক্রম পরিচালনার ৰেত্রে তথ্যসূত্র হিসেবে এটি ব্যবহৃত হতে পারে।

প্রতিবেদনটি প্রকাশের ক্ষেত্রে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, অধ্যক্ষ মতিউর রহমান এমপি-এর প্রত্যক্ষ নির্দেশনা, তত্ত্বাবধান, উৎসাহ ও কর্মপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। সম্পাদনা পরিষদকে সার্বক্ষণিক পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব ড. চৌধুরী মোঃ বাবুল হাসান এ প্রতিবেদন প্রকাশে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলেই পতিবেদনটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে।

মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাভুক্ত দপ্তরসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফসল এ প্রতিবেদন। প্রতিবেদন প্রস্তুতে সম্পাদনা পরিষদের সকল সদস্যের কাছেও আমি ঋণী। এ প্রতিবেদন প্রকাশে সংশিৰ্ষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। সময়ের সীমাবদ্ধতায় প্রতিবেদনটিতে কিছু ত্রবটি বিচ্যুতি রয়ে গেছে। বিষয়টি ৰমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

(মোঃ শহিদুজ্জামান)
অতিরিক্ত সচিব

সূচিপত্র

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
ভূমিকা
পরিচিতি
রূপকল্প (**Vision**)ও অভিলৰ্য (**Mision**)
কর্মপরিধি(Allocation of Business)
সাংগঠনিক কাঠামো
জনবল
সেবা প্রদান প্রতিশ্রবতি/সিটিজেন চার্টার
কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক ও লৰ্যমাত্রাসমূহ [বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি(**APA**) অনুসারে]
জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (**NIS**) ওয়ার্কপৰ্ান
মন্ত্রণালয়ের উলেৰ্খযোগ্য কার্যক্রম
হজ্জ
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের অবকাঠামোগত উন্নয়ন
দুঃস্থ পুনর্বাসন
আইন
দ্বি-পাৰ্িক সমঝোতা স্মারক
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কার্যক্রম
মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থা
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসন
হজ্জ অফিস, ঢাকা
বাংলাদেশ হজ্জ অফিস, জেদ্দা
হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
খিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রস্ট
উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি
প্রকল্পসমূহের বর্ণনা ও ২০১৪-১৫ অর্থবছরের অগ্রগতি
পাঁচ বছরে (২০১০-২০১৫) সমাপ্ত ও চলমান প্রকল্প/কর্মসুচি

পৃষ্টপোষকতায়

অধ্যৰ মতিউর রহমান
মাননীয় মন্ত্রী, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সার্বিক নির্দেশনায়

ড. চৌধুরী মোঃ বাবুল হাসান, সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সম্পাদনা পরিষদ

জনাব মোঃ শহিদুজ্জামান, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	আহ্বায়ক
জনাব মোঃ হামিদুর রহমান খান, উপ-সচিব (প্রশাসন), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
জনাব এ এ আবুল কালাম আজাদ, উপ-পরিচালক, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
জনাব শেখ শামছুর রহমান, সিনিয়র সহকারী প্রধান, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
জনাব মোঃ নাজমুল হাসান, সহকারী প্রোগ্রামার, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
জনাব মোঃ আব্দুর রশিদ মোলৰাহ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
জনাব মোঃ আবুল হাসান, সিনিয়র সহকারী সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য সচিব

সহায়তায়
জনাব ফয়েজ আহমেদ ভূইয়া (অতিরিক্ত সচিব), ওয়াকফ্ প্রশাসক, বাংলাদেশ ঢাকা।
জনাব সামাম মোহাম্মদ আফজাল, মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন
জনাব মোঃ আমজাদ হোসেন, যুগ্ম-সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
ডাঃ মোঃ বোরহান উদ্দিন, যুগ্ম-সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
জনাব মীর নজরৰল ইসলাম, যুগ্ম-সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
শ্রী শঙ্কর চন্দ্র বসু, সচিব, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
জনাব নাসির উদ্দিন আহমদ, উপ-সচিব(হজ্জ), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
জনাব মোঃ শাহজাহান আলী, উপ-সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
ড. আবু সালেহ মোস্তফা কামাল, পরিচালক, হজ্জ অফিস, ঢাকা
জনাব জয় দত্ত বড়ুয়া, সচিব, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাষ্ট
জনাব নির্মল রোজারিও, সচিব, খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাষ্ট

প্রকাশকাল
জানুয়ারী ২০১৬

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ভূমিকা

হাজার বছরের ঐতিহ্যে লালিত এ বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। বাংলাদেশ সংবিধানের ৪১(১) এর 'ক' নম্বর অনুচ্ছেদে উলেৰখ করা হয়েছে "প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার রহিয়াছে"। এ মূলমন্ত্রকে সামনে রেখে ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে ধর্মীয় সংস্কৃতির বিকাশ সাধন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সৌহার্দ, ভ্রাতৃত্ববোধ ও মূলবোধ প্রতিষ্ঠার লৰ্যে বর্তামন সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর সকল ধর্মাবলম্বীর সমউন্নয়ন নিশ্চিত করে একটি অসাম্প্রদায়িক সুখী সমৃদ্ধশালী ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ বিভিন্ন সংস্থা তথা ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ ওয়াকফ প্রশাসন, হজ্জ অফিস, ঢাকা, হজ্জ অফিস, জেদ্দা, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ও খ্রিষ্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট এ কার্যক্রম সম্পাদনে গুরৰত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর ধর্মীয় সম্প্রীতি জোরদার করার মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর মধ্যে সামাজিক বন্ধন রচনায় অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। শান্তি, উন্নয়ন, মানবাধিকার, ধর্মীয় মূল্যবোধ রক্ষা ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে যে অগ্রগতি এ দেশে সাধিত হয়েছে তা সারাবিশ্বে প্রশংসিত হয়েছে। জাতীয় উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়ন ও নারীর প্রতি অসহিষ্ণুতারোধে দেশ ইতোমধ্যে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। বিগত সময়ে সন্ত্রাস, দুর্নীতি, জঙ্গীবাদ, ধর্মীয় মূল্যবোধের অবক্ষয়, মানবাধিকার লংঘন ও নারী নির্যাতনের কারণে বাংলাদেশ সম্পর্কে বর্হিবিশ্বে যে নেতিবাচক ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল, বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইতোমধ্যে গৃহীত পদক্ষেপ ধর্মীয় মূল্যবোধকে উজ্জীবিত করার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশকে একটি অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক ও শান্তিকামী রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে।

পরিচিতি

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ধর্ম বিষয়ক কার্যক্রম প্রথমে শিৰা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে শুরব হয়। অতঃপর এ মন্ত্রণালয়ের ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও ধর্ম মন্ণালয়ের আওতাভুক্ত ছিল। ২৫ জানুয়ারি, ১৯৮০ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় (Ministry of Religious Affairs) একটি পৃথক মন্ত্রণালয় হিসেবে যাত্রা শুরব করে। বিগত ৮ মার্চ, ১৯৮৪ সালে মন্ত্রণালয়টির নামকরণ করা হয় Ministry of Religious Affairs and Endowment. পরবর্তীতে ১৪ জানুয়ারী, ১৯৮৫ তারিখে উক্ত নাম পরিবর্তন করে পুনরায় মন্ত্রণালয়ের নামকরণ করা হয় Ministry of Religious Affairs তথা ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

১৯৮০ সালে কার্যক্রম শুরব পর থেকে স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় হিসেবে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সরকারের ধর্ম বিষয়ক সকল কার্যক্রম পরিচালনাসহ এর আওতাধীন দপ্তরগুলোর কার্যক্রমের মনিটরিং ও সমন্বয় করছে।

রূপকল্প (**Vision**)ও অভিলৰ্য (**Mision**)

রূপকল্প (**Vision**) ঃ ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পন্ন অসাম্প্রদায়িক সমাজ ।

অভিলৰ্য (**Mision**)ঃ ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতা বিকাশের মাধ্যমে উদার ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সার্বজনীন সমাজ প্রতিষ্ঠা।

কর্মপরিধি(Allocation of Business)

- ধর্মীয় ৰেত্রে আন্তর্জাতিক সংগঠন এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক কার্যক্রম
- ধর্মীয় বিষয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সভা সংগঠনে অংশগ্রহণ
- ধর্মীয় প্রকাশনার ৰেত্রে উন্নয়ন সাধন
- ধর্মীয় ৰেত্রে বিভিন্ন অনুদান এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহ
- ধর্ম বিষয়ক জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং এ সকল প্রতিষ্ঠানে অনুদান
- ইসলামিক ফাউন্ডেশন সংস্থা ও বিষয়াবলী
- ধর্মীয় সংগঠনসমূহ/প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং ধর্মীয় কার্যক্রম সংক্রান্ত বিষয়াবলী
- হজ্জনীতি, হজ্জ প্রশাসন এবং তীর্থগমন সংক্রান্ত
- ওয়াক্ফ সংক্রান্ত
- চাঁদ দেখা সংক্রান্ত
- ধর্মীয় উপলৰ এবং উৎসব সংক্রান্ত বিষয়াবলী
- ধর্ম এবং ধর্মীয় বিষয় সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলন, আলোচনা, সেমিনার ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয়াবলী
- বিদেশে গমনকারী এবং বিদেশ থেকে আগত ধর্মীয় প্রতিনিধি দল
- ইসলামিক সংহতির তহবিল (Islamic Solidarity Fund) সংক্রান্ত
- ধর্মীয় বিষয়ে অন্যান্য দেশের সাথে চুক্তি, সমঝোতা এবং কনভেনশন সংক্রান্ত
- WAMY- এর স্থায়ী ক্যাম্প স্থাপন সংক্রান্ত বিষয়াবলী
- হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট সংক্রান্ত
- এনডোমেন্ট (Endowments) সম্পৃক্ত যে কোন বিষয়
- ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণায়ে বরাদ্দকৃত বিষয়ে বিভিন্ন দেশ ও বিশ্বসংস্থার সাথে চুক্তি এবং সম্পাদিত দলিল সংক্রান্ত বিষয়াবলী ও আন্তর্জাতিক সংগঠনসমূহের সাথে যোগাযোগ
- এ মন্ত্রণালয়ে বরাদ্দকৃত বিষয়াবলীর উপর সমস্ত আইন
- এ মন্ত্রণালয়ে বরাদ্দকৃত বিষয়াবলীর উপর যে কোন অনুসন্ধান ও পরিসংখ্যান
- আদালতে ধার্যকৃত ফিস ছাড়া এ মন্ত্রণালয়ে বরাদ্দকৃত যে কোন বিষয়ের ৰেত্রে ধার্যকৃত ফিস।

সাংগঠনিক কাঠামো

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রধান নির্বাহী মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী। সচিব মন্ত্রণালয়ের প্রধান নির্বাহী (Chief Executive) ও প্রধান জবাবদিহি (Principal Accounting) কর্মকর্তা (Officer)। মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো নিম্নরূপ ঃ

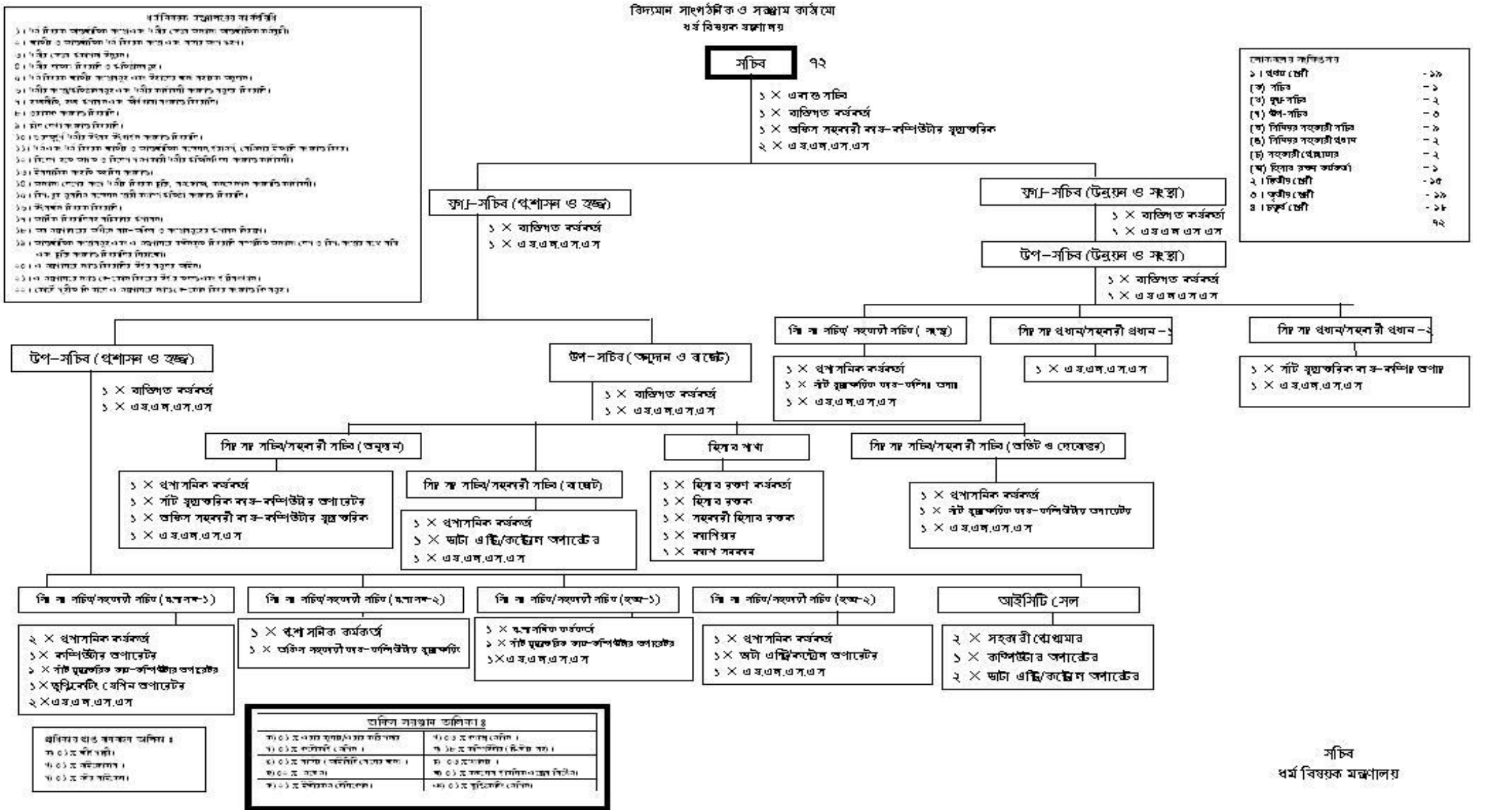

জনবল

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	বর্তমানে কর্মরত
১.	সচিব	১	১
২.	অতিরিক্ত সচিব	-	১
৩.	যুগ্ম-সচিব	২	৩
৪.	উপ-সচিব	৩	৩
৫.	সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব	৯	৯
৬.	সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান	২	২
৭.	সচিবের একান্ত সচিব	-	-
৮.	সহকারী প্রোগ্রামার	২	২
৯.	হিসাব রৰণ কর্মকর্তা	১	১
১০.	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৯	৭
১১.	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	৬	৪
১২.	সহকারী হিসাব রৰণ কর্মকর্তা	১	১
১৩.	সহকারী হিসাব রৰক	১	১
১৪.	কম্পিউটার অপারেটর	২	১
১৫.	সাঁট মুদাৰরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	৬	১
১৬.	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	৩	২
১৭.	ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর	৪	২
১৮.	ক্যাশিয়ার	১	১
১৯.	ফটোকপি অপারেটর	১	১
২০.	ক্যাশ সরকার	১	১
২১.	অফিস সহায়ক	১৭	১৫
	সর্বমোট ঃ	৭২	৫৯

মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অফিস/ সংস্থাসমূহ

- ইসলামিক ফাউন্ডেশন
- হজ্জ অফিস, ঢাকা
- বাংলাদেশ, হজ্জ অফিস জেদ্দা, সৌদি আরব
- ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়
- হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
- বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
- খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen Charter)

ক্র.নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম,পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১	হজ লাইসেন্স প্রদান	(১) প্রতিষ্ঠানের প্যাডে আবেদন (২) সরজমিনে তদন্ত/পরিদর্শনের পর পজেটিভ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে লাইসেন্স ইস্যু	(১) ট্রেড লাইসেন্স (২) জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) (৩) ট্রাভেল এজেন্সী সনদ (৪) TIN সনদ (৫) হালনাগাদ আয়কর সনদ (৬) ৪ কপি ছবি (৭) অফিস ভাড়ার চুক্তিপত্র (৮) কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের তালিকা (৯) আসবাবপত্রের তালিকা (১০) যোগাযোগের মাধ্যম	বিনামূল্যে	৩ মাস	বেগম হাসিনা শিরিন সহকারী সচিব ফোন: +৮৮০২-৯৫৮৫২০০ ইমেইল: moragovbd@gmail.com
২	হজ লাইসেন্স নবায়ন	(১) প্রতিষ্ঠানের প্যাডে আবেদন (২) কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করে লাইসেন্স নবায়ন	(১) হালনাগাদ ট্রাভেল এজেন্সী সনদ (২) আয়কর পরিশোধের প্রত্যয়নপত্র (৩) হজ লাইসেন্সের মুলকপি (৪) নবায়ন ফি জমাদানের চালানের কপি	বিনামূল্যে	১০ দিন	
৩	ওমরাহ্ লাইসেন্স প্রদান	(১) প্রতিষ্ঠানের প্যাডে আবেদন (২) সরজমিনে তদন্ত/ পরিদর্শনের পর পজেটিভ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে লাইসেন্স ইস্যু	(১) ট্রেড লাইসেন্স (২) জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) (৩) ট্রাভেল এজেন্সী সনদ (৪) TIN সনদ (৫) হালনাগাদ আয়কর সনদ (৬) IATA সনদ	বিনামূল্যে	৭ দিন - ৩ মাস	

			(৭) ৪ কপি ছবি (৮) অফিস ভাড়ার চুক্তিপত্র (৯) কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের তালিকা (১০) আসবাবপত্রের তালিকা (১১) যোগাযোগের মাধ্যম			
৪	ওমরাহ্ লাইসেন্স নবায়ন	(১) প্রতিষ্ঠানের প্যাডে আবেদন (২) কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করে লাইসেন্স নবায়ন	(১) হালনাগাদ ট্রাভেল এজেন্সী সনদ (২) আয়কর পরিশোধের প্রত্যয়নপত্র (৩) হজ লাইসেন্সের মুলকপি (৪) নবায়ন ফি জমাদানের চালানের কপি	বিনামূল্যে	৭ দিন - ৩০ দিন	বেগম হাসিনা শিরিন সহকারী সচিব ফোন: +৮৮০২-৯৫৮৫২০০ ইমেইল: moragovbd@gmail.com
৫	সরকারীভাবে গমনেচ্ছু হজযাত্রী নিবন্ধন	(১) নির্ধারিত নিবন্ধন ফর্মে আবেদন (২) যাচাই-বাছাই করে নিবন্ধন	(১) ছবি (২) পাসপোর্টের ফটোকপি (৩) প্রযোজ্যক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের কপি (৪) টাকা জমা প্রদানের রশিদ	বিনামূল্যে	হজ নীতিমালা অনুযায়ী	

৬	মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, প্যাগোডা সংস্কার/ পুনবাসন সংক্রন্ত অনুদান প্রদান	(১) নির্ধারিত ফর্মে আবেদন (২) যাচাই -বাছাই ও অনুদান প্রদান	স্থানীয় চেয়ারম্যান, ইউএনও এবং মাননীয় সংসদ সদস্যের প্রত্যয়ন সুপারিশ এবং সীল ও স্বাক্ষরসহ আবেদন	বিনামূল্যে	৭ দিন - ৩ মাস	মো. ইলিয়াচ কবির সহকারী সচিব ফোন: +৮৮০২-৯৫৪০১৪৭ ইমেইল: moragovbd@gmail.com
৭	ঈদগাহ, কবরস্থান, শশ্মান, সেমিট্রি সংস্কার/মেরামত/পুনবাসন সংক্রান্ত অনুদান প্রদান	(১) নির্ধারিত ফর্মে আবেদন (২) যাচাই -বাছাই ও অনুদান প্রদান	স্থানীয় চেয়ারম্যান, ইউএনও এবং মাননীয় সংসদ সদস্যের প্রত্যয়ন সুপারিশ এবং সীল ও স্বাক্ষরসহ আবেদন	বিনামূল্যে	৭ দিন - ৩ মাস	
৮	দুঃস্থ পূর্নবাসনে অনুদান প্রদান	(১) নির্ধারিত ফর্মে আবেদন (২) যাচাই-বাছাই ও অনুদান প্রদান	(১) ছবি (২) জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) (৩) স্থানীয় চেয়ারম্যান, ইউএনও এবং মাননীয় সংসদ সদস্যের প্রত্যয়ন সুপারিশ এবং সীল ও স্বাক্ষরসহ আবেদন	বিনামূল্যে	৭ দিন - ৩ মাস	
৯	বিদেশী মিশনারী/ এনজিও কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের এম ক্যাটাগরি ভিসা প্রদানের সম্মতি/ছাড়পত্র	প্রতিষ্ঠানের প্যাডে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদন	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাস ক কর্তৃক তদন্ত প্রতিবেদন	বিনামূল্যে	৭ দিন - ৩ মাস	মো. আবুল হাসান সিনিয়র সহকারী সচিব ফোন: +৮৮০২-৯৫৬৫০১৯ ইমেইল: moragovbd@gmail.com
১০	হজ প্যাকেজ ঘোষণা	ওয়েবসাইট, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	নির্ধারিত তারিখ	

প্রাতিষ্ঠানিক সেবা

ক্র.নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম,পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১	নিয়মিত আয়ের উৎসবিহীন মসজিদ ও অন্যান্য উপসনালয়ের মাসিক ১০০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ এবংমাসিক ২০ হাজার গ্যালন পানির বিলে রেয়াত প্রদান।	ই-মেইলে ও ডাকযোগে	(১) রেয়াত প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের তালিকা (২) বিলের কপি	বিনামূল্যে	৭ দিন - ৩ মাস	
২	ইসলামিক ফিকাহ একাডেমী এবং সলিডারিটি ফান্ডে চাদা প্রদান।	ই-মেইলে ও ডাকযোগে	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	৭ দিন - ৩ মাস	
৩	ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর পদ সৃজন/সংরক্ষণ/স্থায়ীকরণ।	ই-মেইলে ও ডাকযোগে	প্রস্তাব অনুমোদনের পর সংস্থাপন ও অর্থ মন্ত্রণালযৈর সম্মতিক্রমে বাস্তবায়ন করা হয়।	বিনামূল্যে	৩ মাস - ৬ মাস	মো. আহছান কবির সহকারী সচিব ফোন: +৮৮০২-৯৫৪০১৬৩ ইমেইল: moragovbd@gmail.com
৪	ইসলামিক মিশনের পদ সৃষ্টি/ স্থায়ীকরণ/সংরক্ষণ।	ই-মেইলে ও ডাকযোগে	প্রস্তাব অনুমোদনের পর সংস্থাপন ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে বাস্তবায়ন করা হয়।	বিনামূল্যে	৩ মাস - ৬ মাস	
৫	ইমান ও মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট/ আন্দর কিল্লা শাহী জামে মসজিদ/যাকাত ফান্ড-এর পদ সৃজন/সংরক্ষণ স্থায়ীকরণ।	ই-মেইলে ও ডাকযোগে	প্রস্তাব অনুমোদন পর সংস্থাপন ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে বাস্তবায়ন করা হয়।	বিনামূল্যে	৩ মাস - ৬ মাস	
৬	নতুন প্রকল্প প্রস্তাব যাচাই বাছাইকরণ	ডিপিপি/টিপিপি ফরম্যাটে প্রাপ্ত প্রকল্প প্রস্তাব নির্ধারিত কমিটি কর্তৃক যাচাই বাছাইকরণ	ডিপিপি/টিপিপি	বিনামূল্যে	৫ - ১০ দিন	শেখ শামছুর রহমান সিনিয়র সহকারী প্রধান ফোন: +৮৮০২-৯৫৭৭২৩৭ ইমেইল: moragovbd@gmail.com
৭	নতুন প্রকল্প প্রস্তাব জনবল নির্ধারণের জন্য অর্থ বিভাগে প্রেরণ	প্রকল্পের ডিপিপিসহ অর্থ বিভাগের নির্ধারিত ছকে তথ্য প্রেরণ	ডিপিপি ও যথাযথভাবে পুরণকৃত ছক	বিনামূল্যে	১৫ - ২০ দিন	
৮	নতুন প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ	ডাকযোগে	প্রকল্পের ডিপিপি/টিপিপি	বিনামূল্যে	৭ - ১০ দিন	
৯	অনুমোদিত প্রকল্পের প্রশাসনিক আদেশ জারি	ডাকযোগে	অনুমোদিত প্রকল্পের ডিপিপি/টিপিপি ও অনুমোদন আদেশের কপি	বিনামূল্যে	৭ - ১০ দিন	

১০	অনুমোদিত প্রকল্পের অনুকূলে অর্থ বরাদ্দের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রস্তাব প্রেরণ	ডাকযোগে	পরিকল্পনা কমিশনের নির্ধারিত ছকে তথ্য প্রেরণ	বিনামূল্যে	৭ - ১০ দিন	
১১	অনুমোদিত প্রকল্পের অনুকূলে প্রদত্ত বরাদ্দের বিভাজন আদেশ জারি	ডাকযোগে	অর্থ বিভাগের নির্ধারিত ছকে তথ্য প্রেরণ	বিনামূল্যে	৭ - ১০ দিন	
১২	অনুমোদিত প্রকল্পের অর্থ অবমুক্ত	ডাকযোগে	প্রস্তাব প্রাপ্তির পর প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিকল্পনা কমিশন ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে বাস্তবায়ন করা হয়।	বিনামূল্যে	৭ - ১০ দিন	
১৩	ইমাম প্রশিক্ষণ একডেমীর অনুকূলে প্রদত্ত বরাদ্দের বিভাজন ও অর্থ ছাড়	ডাকযোগে	প্রস্তাব প্রাপ্তির পর প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে বাস্তবায়ন করা হয়।	বিনামূল্যে	৭ - ১০ দিন	
১৪	এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মাধ্যমে প্রাপ্ত বেসরকারী সেচ্ছাসেবী সংস্থার উন্নয়ন প্রকল্পের বিষয়ে মতামত	ডাকযোগে	প্রাপ্ত প্রকল্প প্রস্তাব	বিনামূল্যে	৭ - ১০ দিন	
১৫	হজযাত্রীদের ভিসা লজমেন্ট	হজ অফিস ঢাকার আবেদনের প্রেক্ষিতে অনুমোদন প্রদান	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	৭ - ১০ দিন	বেগম হাসিনা শিরিন সহকারী সচিব ফোন: +৮৮০২-৯৫৮৫২০০ ইমেইল: moragovbd@gmail.com
১৬	ভিসার জন্য সকল হজযাত্রীদের ডিও পত্র প্রদান	হজ অফিস ঢাকার আবেদনের প্রেক্ষিতে অনুমোদন প্রদান	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	২০ - ৩০ দিন	
১৭	হজ ক্যাম্পে হজ মৌসুমে দোকান বরাদ্দ	হজ অফিস ঢাকার আবেদনের প্রেক্ষিতে অনুমোদন প্রদান	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	১ মাস	
১৮	হজযাত্রীদের তথ্য হজ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমে অন্তর্ভুক্তির জন্য হজ এজেন্সীর মালিক ও প্রতিনিধিদের আইটি প্রশিক্ষণ	হজ অফিস ঢাকার আবেদনের প্রেক্ষিতে অনুমোদন প্রদান	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	৭ - ১০ দিন	
১৯	ধর্মীয় পর্যায়ে সাধারণ/নির্বাহী আদেশে ছুটি ঘোষণা সংক্রান্ত	দপ্তর/সংস্থা হতে প্রাপ্ত প্রস্তাব/ছুটির তালিকা	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	৭ - ১০ দিন	মো. আবুল হাসান সিনিয়র সহকারী সচিব ফোন: +৮৮০২-৯৫৬৫০১৯ ইমেইল: moragovbd@gmail.com

২০	অডিট আপত্তির ব্রডশীড জবাব অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ	নির্ধারিত ফরম্যাটে	প্রযোজ্য প্রমানপত্র	বিনামূল্যে	১৫- ২০ দিন	সাইদা পারভীন সহকারী সচিব ফোন: +৮৮০২-৯৫৪০১৬৪ ইমেইল: moragovbd@gmail.com

অভ্যন্তরীণ সেবা

ক্র.নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম,পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১	মন্ত্রণালয়ের ৩য়/৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারিদের নিয়োগ/পদোন্নতি।	(১) আবেদন (২) DPC 'র সুপারিশ (৩) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন	(১) চুড়ান্ত নির্বাচনের ফলাফল (২) প্রযোজ্যক্ষেত্রে ছাড়পত্র (৩) ACR (৪) DPC 'র সুপারিশ	বিনামূল্যে	৪- ৬ মাস	মো. আবুল হাসান সিনিয়র সহকারী সচিব ফোন: +৮৮০২-৯৫৬৫০১৯ ইমেইল: moragovbd@gmail.com
২	২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা ও ৩য়/৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারিদের পেনশন কেস প্রক্রিয়াকরণ /মঞ্জুরকরণ।	(১) নি ধারিত পেনশন ফর্মে আবেদন (২) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন	(১) এস এস সি সনদ (২) ছুটির রিপোর্ট (৩) প্রযোজ্য না-দাবী পত্র	বিনামূল্যে	১৫ - ৩০ দিন	
৩	মৃত ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা ও ৩য়/৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারিগণের গ্রুপ ইনস্যুরেন্স/ ভবিষ্য তহবিলে জমাকৃত টাকা প্রাপ্তি/আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ ও ঋণ মওকুফ।	(১) আবেদন (২) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন	প্রযোজ্য প্রত্যয়নপত্র	বিনামূল্যে	৭ - ১০ দিন	মো. আবুল হাসান সিনিয়র সহকারী সচিব ফোন: +৮৮০২-৯৫৬৫০১৯ ইমেইল: moragovbd@gmail.com
৪	অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটি/ এলপিআর-এ যাওয়ার জন্য সকল শ্রেণীর কর্মকর্তা কর্মচারির আবেদনপত্রের উপর ব্যবস্থা গ্রহণ/এল পি সি না-দাবিনামা প্রদান।	(১) আবেদন (২) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন	(১) এস এস সি'র সনদ (২) ছুটির রিপোর্ট	বিনামূল্যে	৭ - ১০ দিন	
৫	ক্যাডার/নন-ক্যাডার ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা কর্মচারীগণের পেনশন কেস,বকেয়া পাওনা/নিষ্পত্তিকরণ।	(১) আবেদন (২) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন	(১) এস এস সি সনদ (২) ছুটির রিপোর্ট (৩) প্রযোজ্য না-দাবী পত্র	বিনামূল্যে	৭ - ১০ দিন	

৬	মন্ত্রণালয়ের কর্মচারিদের বাসা বরাদ্দ/সময়সীমা বর্ধিতকরণ প্রসঙ্গে আবেদন বিবেচনাকরণ।	(১) আবেদন (২) বাসা বরাদ্দ কমিটির সুপারিশ (৩) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন	বর্তমান মুল বেতন ও স্কেল	বিনামূল্যে	৭ - ১০ দিন	মো. আবুল হাসান সিনিয়র সহকারী সচিব ফোন: +৮৮০২-৯৫৬৫০১৯ ইমেইল: moragovbd@gmail.com
৭	সকল শ্রেণীর কর্মকর্তা/ কর্মচারিগণের বিভিন্ন অগ্রিম মঞ্জুরী	(১) আবেদন (২) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন	প্রযোজ্যক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র	বিনামূল্যে	৭ - ১০ দিন	
৮	মন্ত্রণালয়ের ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের টেলিফোন ব্যক্তিগতকরণ/ নতুন সংযোগ/ অনুমোদন	(১) নির্ধারিত ফর্মে আবেদন (২) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	৭ - ১০ দিন	
৯	কর্মচারিদের পাওনা/ লিভারেজ	(১) আবেদন (২) ক্রয় কমিটির সুপারিশ (৩) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	১৫ - ২০ দিন	

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRS)

সেবা প্রাপ্তিতে অসন্তুষ্ট হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করুন। তার কাছ থেকে সমাধান পাওয়া না গেলে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে যোগাযোগ করে আপনার সমস্যা অবহিত করুন।

ক্রমিক	কখন যোগাযোগ করবেন	কার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন	যোগাযোগের ঠিকানা	নিষ্পত্তির সময়সীমা
১	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সমাধান দিতে না পারলে	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক)	GRS ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা মো. হামিদুর রহমান খান উপসচিব ফোনঃ +৮৮০২-৯৫৫৯৪৬৭ ই-মেইলঃ moragovbd@gmail.com ওয়েবঃ www.mora.gov.bd	তিন মাস
২	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে না পারলে	আপিল কর্মকর্তা	ড. চৌধুরী মো. বাবুল হাসান সচিব ফোনঃ +৮৮০২-৯৫১৪৫৩৩ ই-মেইলঃ moragovbd@gmail.com ওয়েবঃ www.mora.gov.bd	এক মাস
৩	আপিল কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে না পারলে	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেল	অভিযোগ গ্রহণ কেন্দ্র ৫ নং গেইট, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ওয়েব: www.grs.gov.bd	তিন মাস

খ) কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদনমূলক ও লৰ্যমাত্রাসমূহ (বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি দলিল অনুসারে) ঃ

গ) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) ওয়ার্কপৰান

Frame work for NIS Work Plan

Ministry : Ministry of Religious Affairs		Approved by Ethic's Committee Date : 11.03.2015			
Activities	Time frames Dec 2014 to June 2016	Indicator			Unit/Person in charge
		Baseline No. (as of January, 2015)	Target No.	Unit	
1. Institutional Arrangement					
(1) Holding Ethic Committee Meeting	continuously formed on 11.9.2013	4	42	Meeting every three months	Ethic's Committee
(2) Formation of Ethics Committee in the ministry subordinate offices, including field offices (district level offices)	continuously June, 2015	10	109 Committee	100% in all sub-ordinate office	Secretary and head of local offices
(3) Arrange the stakeholder meeting	continuously	0	7	Meeting in subordinate offices	Head of organization
2. Awareness raising					
(1) Holding in-house awareness meeting at ministry/sub-ordinate office and district level to identify problems for implementing NIS and Good Governance	October 2015	-	109	attendees/ per Meeting	Head of local offices
		-	-	-	
3. Capacity Development					
(1) Provision of training in the fields of **Understanding of NIS & Ethical Practices.**	October 2015	0	7	Number of attendance approx.7x25	Ethic's Committee
(2) Provision of training for NIS in the fields of **Right to Information**(RTI)	March, 2016	0	7	Number of attendance approx.7x25	Ethic's Committee
(3) Provision of training for NIS in the fields of **Grievance Redress System (GRS)**	June, 2016	0	7	Number of attendance approx.7x25	Ethic's Committee
4. Reforms of Rules and Regulations/Ordinance					
Scrutinizing and identifying the existing laws, rules and regulations	continuously	0	Nil	Number of laws, rules and regulations	Ethic's Committee
5. Rewards for officers					
(1) Provision of integrity award for good practices	June, 2016	0	7	certificate & crest	Ethic's Committee
(2) Introduction of performance evaluation including integrity element	June, 2016	N/A	N/A		Ethic's Committee
6. NIS implementation					
(1) E-governance					
a) Internet facility	June, 2016 Implemented	All 1st class officials & section	x	Implemented	Secretary/ Ethic's Committee and head of local offices
b) Online response system	June, 2016 Implemented	0	100%	e-mail facility implemented	Secretary/ Ethic's Committee and head of local offices
c) Video conference	June, 2016 Implemented	0	1	conference system implemented only in Ministry	assistant programmer
d) Service portal	June, 2016	Under process of implementation	30% of total work	service received	Ethic's Committee
e) Online complaint	June, 2016	Under process of implementation	30% of total work	Number of Complain	Ethic's Committee

Activities	Time frames Dec 2014 to June 2016	Indicator			Unit/Person in charge
		Baseline No. (as of January, 2015)	Target No.	Unit	
f) E-procurement	June, 2016	Under process of implementation	30% of total work	number of procurement per year	Ethic's Committee
g) E-payment	June, 2016		Nil	No E-payment	
(2) GRS implementation	June, 2016		7	implemented	Ethic's Committee & head of local offices
a) Long pending complaint (non hajj)	April, 2016	05	10	complain resolved	head of local offices
b) Appointing Focal Point for Grievance Redress	Appointed			Appointed	Admin Wing
c) Redressing complain against hajj agents	Redressed March /2015	0	87 complain Redressed	Complain/ per year	Hajj Section
d) Publishing Grievance Report (GRS) in web site & sending it to the cabinet division	every month	by 10th day of every month		by specific time	Admin wing
(3) Formation of Innovation Team					
a) Ministry Level	June, 2016	01	01	100% in all offices	innovation team
b) Department Level	June, 2016	-	06	100% implemented	innovation team of local offices
c) Field administration Level	June, 2016	-	70	every three months	innovation team of field office
(4) Internal audit	June, 2016	-	1	under process of implementation	DS Audit
(5) Right to Information					
a) No. request of information disclosure	June, 2016	0	05	number per year	Public Relation Officer (PRO)
b) number of proactive disclosure	June, 2016	10	75	number per year	assigned officer/PRO
c) publication of budget on website	continuously June, 2016	every year	related portion of budget	implemented	DS Budget
d) incorporation of duties & responsibilities of FP in the work distribution of the Ministry	June, 2016		picas of work	work distribution to be in corporated	Ethic's Committee
e) Updating Ministry website	continuously	every 15 days	monthly 2times/ every 15 days	Updated	Asst. Programmar
f) Introducing Wi-Fi facility	Implemented			Implemented	Asst. Programmar
g) Publishing Tender/ Quotation notice in Ministry web site	Implemented			100% of Tender/ Quotation notice	Asst. Programmar
h) Sending Yearly Report to Information Commission	December/15	-	1 report	Number per year	P.R.O.
7. Budget allocation					
Budget amount secured for the NIS implementation	July, 2015	N/A	15 lac	Taka	Ethic's Committee
8. Monitoring					
Formulate a monitoring report	every three months	-	04	time/year	Ethic's Committee
Submit the report to NIIU	every three months	-	04	time/year	Ethic's Committee

ছবি

মন্ত্রণালয়ের উলেৱখযোগ্য কার্যক্রম

১। **হজ্জঃ**

ইসলাম ধর্মের পাঁচ মূল স্তম্ভের মধ্যে হজ্জ একটি অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। হজ্জ একটি স্পর্শকাতর ধর্মীয় বিষয়, যার সাথে ধর্মীয় অনুভূতি জড়িত। এ বিশাল কর্মকান্ড বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পাদন করে থাকে। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর বিগত ০৭ বছরে হজ্জ ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক গুণগত পরিবর্তন এসেছে। যা দেশে বিদেশে সর্বোপরি প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রশংসিত হয়েছে।

১.১ জাতীয় হজ্জনীতি ঃ

বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ দিকনির্দেশনায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে সুষ্ঠু হজ্জ ব্যবস্থাপনার বিষয়টি নিশ্চিতকল্পে পাঁচ বছর মেয়াদী জাতীয় হজ্জনীতি ২০১০ খি.-২০১৪ খ্রি. (১৪৩১ হি.-১৪৩৫ হি.) প্রণয়ন করা হয়। যা হজ্জ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। হজ্জ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এ হজ্জনীতি একটি সমন্বিত নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করছে। সময়ের চাহিদা পূরণকল্পে হজ্জ ব্যবস্থাপনাকে আধুনিক, যুগোপযোগী ও প্রযুক্তি নির্ভর কাঠামোর উপর দাঁড় করানোর লক্ষ্যেই এ হজ্জনীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। বিগত সময়ের দৃশ্যমান ও অদৃশ্য ত্রৱটিসমূহ পর্যবেক্ষণপূর্বক যতদূর সম্ভব ত্রৱটিমুক্ত কার্যপরিক্রমা এ হজ্জ নীতিমালায় সন্নিবেশিত হয়েছে। এর ফলে একদিকে যেমন হাজীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিসহ হজ্জব্রত পালন সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাপনার আওতায় এসেছে অন্যদিকে তেমনি প্রশাসনিক কাজে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত হয়েছে। গত ২৫/০৩/২০১৪খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ সভায় অনুমোদনের পর জাতীয় হজ্জ ও ওমরাহ নীতি ২০১৪ অনুমোদিত হয়। এ হজ্জনীতি পরবর্তী সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

১.২ হজ্জ ব্যবস্থাপনায় আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ঃ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে হজ্জ ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রযুক্তির সর্বোচ্চ প্রয়োগ নিশ্চিত করা হয়েছে। www.hajj.gov.bd ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হজ্জ ব্যবস্থাপনায় তথ্য

প্রযুক্তি নির্ভর সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে এক অনন্য নজীর স্থাপন করেছে। এর ফলে অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় হজ্জ ব্যবস্থাপনা সাফল্যের মাপকাঠিতে শীর্ষে উন্নীত হয়। এ সিস্টেমের মাধ্যমে সার্বিক হজ্জ ব্যবস্থাপনায় যাবতীয় কার্যাবলী অত্যন্ত দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। ফলে হজ্জযাত্রীসহ সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ প্রতিদিন তথ্য প্রযুক্তির সুফল ভোগ করছেন।

অত্যাধুনিক তথ্য প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সৌদি হজ্জ মন্ত্রণালয়ের চাহিদা মোতাবেক সকল হজ্জযাত্রীর তথ্য ডাটাবেইজে সংরক্ষণ করে অনলাইনে ভিসা লজমেন্ট ও হজ্জের আনুষঙ্গিক তথ্যাবলী সৌদি দূতাবাস ও মুয়াসসাসাকে প্রেরণ করা হয়। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত আইটি প্রতিষ্ঠান এর মাধ্যমে BOT (Build Operate & Transfer) পদ্ধতিতে হজ্জ ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে নিম্নোক্ত কার্যাবলী সম্পাদন করা হয়েছে।

- হজ্জযাত্রী ও এসংক্রান্ত সকল প্রকার সেবা নিশ্চিত করার জন্য ঢাকা হজ্জ অফিসসহ সৌদি আরবের মক্কা, মদিনা ও জেদ্দায় আই.টি. হেল্পডেস্ক স্থাপনের মাধ্যমে তথ্য সেবা প্রদান নিশ্চিত করা হয়েছে।
- ঢাকা হজ্জ ক্যাম্পে ডাটাবেইজ ও ইন্টারনেট সার্ভারসহ স্ক্যানার, প্রিন্টার ও হাইস্পিড ইন্টারনেট ব্যান্ড উইথসহ পর্যাপ্ত কম্পিউটার ও প্রয়োজনীয় নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তথ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে।
- ওয়েববেইজড হজ্জ ব্যবস্থাপনা সফট্ওয়ার তৈরী করা হয়েছে।
- অনলাইনে হজ্জ যাত্রীদের আবেদন গ্রহণ করা ও আবেদনের তথ্যাবলীর ভিত্তিতে ডাটাবেইজ তৈরি ও সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- অনলাইনে সৌদি দূতাবাসের ভিসা লজমেন্ট করার সফটওয়্যার, বারকোড ট্রাকিং আইডি এবং এম্বারকেশন কার্ড ও প্রিন্টিং সফটওয়্যার ইত্যাদি তৈরী করা হয়েছে।
- সরকারি হজ্জযাত্রীদের ভিসা লজমেন্ট, এম্বারকেশন কার্ড প্রিন্ট ও এতদসংক্রান্ত সকল কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- হজ্জ ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন ও পরিচালনার জন্য হজ্জ এজেন্সিসমূহের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া দ্রুত করতে পুলিশের ব্যবহার উপযোগী বারকোড স্টিকার প্রস্তুত ও হজ্জযাত্রীদের ছবিসহ ডাটাবেইজ সরবরাহ করা হয়েছে।
- ডাটাবেইজ থেকে সরকারি ও বেসরকারি হজ্জযাত্রীদের পরিচয়পত্র তৈরি এবং মোয়ালেল্লমের জন্য পারফোরেটেড শিট তৈরি করে এজেন্সিকে সরবরাহ করা হয়েছে।
- সরকারি ও বেসরকারি সকল হজ্জযাত্রী ও তাঁদের স্বজনদেরকে মোয়ালেল্লম, সংশ্লিষ্ট এজেন্সি/আবাসন এবং বিমানে যাত্রার তারিখ সম্পর্কিত তথ্য প্রদান ও তা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
- সরকারি হজ্জযাত্রীদের ব্যাংকে টাকা জমা দেয়ার তালিকা তৈরি ও আবাসনের বরাদ্দপত্র প্রিন্ট করে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে সরবরাহ করা হয়েছে।
- সৌদি আরবের বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত সহজতর করতে হজ্জযাত্রীদের আবাসন চিহ্ন সম্বলিত মক্কা, মদিন ও মিনার ম্যাপ তৈরি করা হয়েছে।
- মক্কা এবং মিনায় আইটি হেল্পডেস্ক থেকে হজ্জযাত্রীদের চাহিদা মোতাবেক ম্যাপ বিতরণসহ সার্বক্ষণিক সেবা প্রদান করা হয়েছে।
- হজ্জ অফিসের চাহিদা মোতাবেক স্থির ও চলমান চিত্র ধারণ ও প্রচার করা হয়েছে।
- ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও হজ্জ অফিসের চাহিদা মোতাবেক MIS রিপোর্ট তৈরী করা হয়েছে।
- হজ্জযাত্রীদের মৃত্যু সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

- এসএমএস ব্রডকাস্টিং এবং পুশপুল সার্ভিসের মাধ্যমে হজ্জযাত্রী এবং তাঁদের আত্মীয়-স্বজনদের হজ্জ সংক্রান্ত তথ্য জানানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- IVR (Interactive Voice Response) সিস্টেমের মাধ্যমে হজ্জযাত্রী এবং তাঁদের আত্মীয়-স্বজনদের হজ্জ সংক্রান্ত তথ্য সেবা প্রদান করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- ঢাকা ও জেদ্দা বিমান বন্দরের হাজীদের আগমন ও প্রত্যাগমনের সঠিক তথ্য সংগ্রহ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
- ডাটাবেইজ সার্চ ও ফটো সার্চ পদ্ধতি ব্যবহার করে ছবিসহ হজ্জযাত্রী, মোয়াল্লেম, এজন্সি/আবাসন তথ্য প্রিন্ট করে কন্ট্রোল রুমের সহায়তায় হজ্জযাত্রীকে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি প্রয়োগের ফলে পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে যে কেউ যে কোন হাজী/হজ্জযাত্রীর সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে সার্বক্ষণিক তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম। অর্থাৎ হজ্জ ব্যবস্থাপনায় আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে।

১.৩ বাংলাদেশ পাজা, জেদ্দা হজ্জ টার্মিনাল ঃ

বাংলাদেশের অধিকাংশ হজ্জযাত্রী সাধারণত বাংলাদেশ থেকে গমন করে সরাসরি জেদ্দা হজ্জ টার্মিনালে অবতরণ করে থাকেন। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বাংলাদেশী হজ্জযাত্রীদের সুবিধার্থে ২০১১ সাল হতে জেদ্দা হজ্জ টার্মিনালে একটি পৰাজা ভাড়া করেছে। এ ব্যবস্থার ফলে হজ্জযাত্রীরা প্রয়োজনীয় বিশ্রাম ও চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করে স্বাচ্ছন্দে মক্কা-মদিনার উদ্দেশ্যে গমন করেন। উলেৰখ্য, জেদ্দা বিমানবন্দরে হজ্জ প্রশাসনিক দলের সদস্য, হজ্জ চিকিৎসা দলের সদস্য এবং আইটি দলের সদস্যগণ হজ্জযাত্রীদের প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের উপকরণসহ দায়িত্ব পালন করে থাকেন। জেদ্দা হজ্জ টার্মিনালে সেবা প্রদানের মান বর্তমানে বহু গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

১.৪ বেসরকারী হজ্জ ও ওমরাহ এজেন্সী ঃ

বেসরকারী এজেন্সিগুলো জাতীয় হজ্জনীতি ও সরকার ঘোষিত হজ্জপ্যাকেজ অনুসরণ করে হজ্জযাত্রী সংগ্রহ করে মক্কা-মদিনায় বাড়ি ভাড়া করে হজ্জযাত্রীদের আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করে থাকে। বেসরকারি হজ্জ এজেন্সিগুলোর সংগঠন 'হজ্জ এজেন্সিস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ' তথা HAAB এসব এজেন্সির নেতৃত্ব দিয়ে থাকে। যেসব এজেন্সি শুধু ব্যবসায়িক কারণে হাজীদের মক্কা-মদিনায় পাঠিয়ে প্রাপ্য সেবা প্রদান থেকে বঞ্চিত করে সেসব এজেন্সিকে তদারকী করার জন্য হজ্জ প্রশাসনিক দল পাঠিয়ে হাজীদের সেবা ও সুযোগ-সুবিধার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

অভিযুক্ত ও দায়ী এজেন্সিগুলোর বিরবদ্ধে বিভিন্ন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা, যেমন লাইসেন্স বাতিল, আর্থিক জরিমানা ও মামলার ব্যবস্থা গ্রহণ করে হজ্জ ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। একইসাথে HAAB এর সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করে হজ্জযাত্রীদের প্রদেয় সেবার মান বৃদ্ধির জন্য মক্কা হজ্জ অফিসে HAAB এর জন্য আলাদা অফিস ও হেল্পডেস্ক রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় গমনকারী সকল হজ্জযাত্রীর সেবা প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। উলেৰখ্য যে, হজ্জযাত্রী ও ওমরাহযাত্রীর সংখ্যা ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর হজ্জ কার্যক্রম সহজ করা ও বর্ধিত হজ্জযাত্রীদের জন্য সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ পর্যন্ত ২৪০ টি ওমরাহ্ এবং ১১৭৬ টি হজ্জ লাইসেন্স প্রদান করেছে।

১.৫ হজ্জ আবাসন ঃ

হজ্জ ব্যবস্থাপনায় উন্নতির অন্যতম প্রধান শর্ত হ'ল হজ্জযাত্রীদের জন্য উন্নত মানের আবাসনের ব্যবস্থা করা। এ লক্ষ্যে মক্কা ও মদিনায় হজ্জযাত্রীদের জন্য ভাড়া করা বাড়িগুলোর বিষয়ে বিশেষ নজর দেয়া হয়। বাড়ী ভাড়ার ক্ষেত্রে অতীতের কোটারী ভিত্তিক ফায়দা ভোগের অনিয়মকে দূর করে বাড়ী ভাড়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়। দূরবর্তী, পুরাতন ও পাহাড়ের উপর বাড়ি ভাড়া করার পরিবর্তে নিকটবর্তী সমতল ভূমিতে অপেক্ষাকৃত নতুন বাড়ি ভাড়া করা হয়েছে। এছাড়া অধিক সংখ্যক বাড়ির পরিবর্তে অল্প সংখ্যক উন্নত মানের নতুন বড় বাড়ি/হোটেল ভাড়া করে হাজীদের সেবার মান বৃদ্ধি করা হয়েছে।

১.৬ রেকর্ড সংখ্যক হজ্জযাত্রী ঃ

বিগত সরকারগুলোর সময় হজ্জযাত্রীদের পরিবহন ও বাড়িভাড়াসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনিয়ম ও বিশৃংখলা পরিলক্ষিত হত। এর ফলে হজ্জযাত্রীর সংখ্যা একটি নির্দিষ্ট সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। হজ্জ ব্যবস্থাপনায় সেবার মান বৃদ্ধি ও শৃংখলা ফিরে আসায় হজ্জযাত্রীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৯ সাল থেকে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক হজ্জ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে উন্নত সেবা প্রদান ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত হয়। হজ্জযাত্রী পরিবহনে বিমান সংস্থাগুলো যথেষ্ট সচেষ্ট হয়। ২০১১ সালে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে হাজী পরিবহণে সুবিধা নিশ্চিতকরণ, বাড়ি ভাড়ায় শৃংখলা আনয়ন,

স্বাস্থ্যসেবা, হাজীদেরকে জেদ্দা, মক্কা, মীনা, আরাফাত ও মুজদালিফায় প্রয়োজনীয় সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে তদারকি করা এবং দেশে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করাসহ সার্বিক বিষয়ে সেবার মান বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে দেশে বিদেশে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রিক মিডিয়াসহ সর্বমহল কর্তৃক হজ্জ ব্যবস্থাপনার বিষয়টি প্রশংসিত হয়েছে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি সংসদে প্রদত্ত তাঁর ভাষণে উন্নত হজ্জ ব্যবস্থাপনার বিষয়ে উচ্ছাসিত প্রশংসা করেছেন। নিম্নে ২০০৬ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত হজ্জযাত্রী সংখ্যার একটি তুলনামুলক চিত্র তুলে ধরা হল ঃ

হজ্জযাত্রীর সংখ্যা (২০০৬–২০১৪ খ্রিঃ)

২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪
৪৭,৯৮৩	৪৫,৮০১	৪৮,৭৬৩	৫৮,২২০	৯১,০২২	১,০৫,৬১৭	১,০৯,৯৫২	৮৭,১৫৬	

১.৭ রাজকীয় সৌদি সরকারের স্বীকৃতি ঃ

হজ্জ ব্যবস্থানায় যে গুনগত পরিবর্তন ও উন্নতি সাধিত হয়েছে তা সৌদি আরবের হজ্জ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ব্যাপক প্রশংসা লাভ করেছে। সৌদি হজ্জ মন্ত্রণালয়ের অধীন দক্ষিণ এশীয় হাজী সেবা সংস্থা তথা মুয়াস্সা অফিস ২০১০ ও ২০১১ সনে হজ্জ ব্যবস্থাপনায় উলেৰখ্যযোগ্য উন্নতি সাধিত হওয়ায় বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর মধ্যে শীর্ষস্থানীয় বলে স্বাকৃতি দেয়।

হজ্জ ব্যবস্থাপনার উন্নতি সাধন একটি চলমান প্রক্রিয়া। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হজ্জ ব্যবস্থাপনার উন্নতিকল্পে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, জনবল বৃদ্ধি, আন্তঃমন্ত্রণালয় সম্পর্ক বৃদ্ধি, সৌদি সরকারের সাথে হজ্জ সংক্রান্ত বিষয়ে সম্পর্ক উন্নয়ন ও হাজীদের সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করেছে। ফলে হজ্জ ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে শংখলা ফিরে এসেছে। হজ্জযাত্রীদের সংখ্যা বহু গুনে বৃদ্ধি পেয়েছে। হজ্জ ব্যবস্থাপনায় সেবার মান উন্নত হয়েছে। হজ্জ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এ সফলতা সরকার ঘোষিত রূপকল্প–২০২১ বাস্তবায়নের পথে এক বিশাল অর্জন। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের হজ্জ ব্যবস্থাপনায় সফলতার এ ধারা আগামী দিনগুলোতেও অব্যাহত থাকবে।

ছবি-১০

২। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের অবকাঠামোগত উন্নয়ন

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে প্রতি বছর দেশের বিভিন্ন মসজিদ, মন্দির, ইসলাম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ঈদগাহ ও কবরস্থান সংস্কার/মেরামত ও পুনর্বাসন, হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (মন্দির/শ্মশান) সংস্কার/মেরামত, বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার/মেরামত, খৃষ্টান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (প্যাগোডা) সংস্কার/মেরামত, খৃষ্টান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (সেমিট্রি) সংস্কার/মেরামত এবং দুস্থ মুসলিম ও দুঃস্থ হিন্দু পুনর্বাসন এর জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়ে থাকে। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের খাতওয়ারী বরাদ্দ নিম্নরূপঃ

মসজিদ সংস্কার ও মেরামত

২০১৪-১৫ অর্থবছরে মসজিদের অনুকূলে ১২,৮২,৩৫,০০০/- টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ।

ইসলাম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য সাহায্য মঞ্জুরী

২০১৪-১৫ অর্থবছরে ইসলাম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ১,৬০,২০,০০০/- টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে

ঈদগাহ ও কবরস্থান সংস্কার, মেরামত ও পুনর্বাসন

২০১৪-১৫ অর্থবছরে ঈদগাহ/কবরস্থানের অনুকূলে ১,৪৫,৯৫,০০০/- টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ।

হিন্দু ধর্মীয় মন্দির সংস্কার ও মেরামত

২০১৪-১৫ অর্থবছরে মন্দিরের অনুকূলে ১,৫৮,৭১,০০০/- টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ।

হিন্দু ধর্মীয় শ্মশান সংস্কার, মেরামত ও পুনর্বাসন

২০১৪-১৫ অর্থবছরে হিন্দু ধর্মীয় শ্মশানের অনুকূলে ৯,০০,০০০/- টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ।

বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার, মেরামত ও পুনর্বাসন

২০১৪-১৫ অর্থবছরে বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২৯,৭০,০০০/- টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ।

বৌদ্ধ ধর্মীয় শ্মশান সংস্কার, মেরামত ও পুনর্বাসন

২০১৪-১৫ অর্থবছরে বৌদ্ধ ধর্মীয় শ্মশানের অনুকূলে ৭,০০,০০০/- টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ।

খ্রিষ্টান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (গির্জা) সংস্কার/মেরামত ও পুনর্বাসন

২০১৪-১৫ অর্থবছরে খ্রিষ্টান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের (গির্জা) অনুকূলে৫,৯০,০০০/- টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ।

খ্রিষ্টান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (সেমিট্রি) সংস্কার, মেরামত ও পুনর্বাসন

২০১৪-১৫ অর্থবছরে খ্রিষ্টান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (সেমিট্রি)'র অনুকূলে ৫০,০০০/- টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ।

দুঃস্থ পুনর্বাসন

২০১৪-১৫ অর্থবছরে দুঃস্থ মুসলিম পুনর্বাসনের জন্য ৪,৯০,৪০,০০০/- টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ।

২০১৪-১৫ অর্থবছরে দুঃস্থ হিন্দু পুনর্বাসনের জন্য ...../- টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ।

ছবি-৯

৩। আইন

ধর্ম বিষয়ক মন্ণালয়ের আওতাধীন প্রয়োগযোগ্য ১১টি আইন/অধ্যাদেশ আছে। এসব আইন/অধ্যাদেশ ইতোমধ্যে সংশোধন ও পরিমার্জন করে আপডেট করা হয়েছে। এগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. The Mussalman Wakf Validating Act, 1913 (Act No. VI of 1913);
২. Wakf Validating Act, 1930 (Act. No. xxxii of 1930);
৩. The Waqfs Ordinance, 1962;
৪. The Islamic Foundation Act. 1975;
৫. The Zakat Fund Ordinence, 1982;
৬. The Hindu Religious Welfare Trust Ordinance, 1983;
৭. The Buddhist Religious Welfare Trust Ordinance, 1983;
৮. The Christian Religious Welfare trust Ordinance, 1993;
৯. The Chittagong Shahi Jame Masjid Ordinance, 1986
১০. ইমাম ও মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাষ্ট আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৬নং আইন);
১১. ওয়াকফ (সম্পত্তি হস্তান্তর ও উন্নয়ন) বিশেষ বিধান আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫নং আইন)।

উপর্যুক্ত আইনগুলো ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের www.mora.gov.bd আপলোড করা আছে এবং উক্ত ওয়েব সাইট থেকে যে কেউ ডাউন লোড করতে পারবে।

৩.২ Islamic Foundation (Amendment) Act 2013.

চট্টগ্রাম জমিয়তুল ফালাহ জামে মসজিদ কমপেৰ্বক্স এর ব্যবস্থাপনা, রৰণাবেৰণ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপর ন্যস্ত করার লৰ্যে আইনটি প্রণয়ন করা হয়। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে গৃহীত হওয়ার পর আইনটি গত ২৬ ফেবৰয়ারি ২০১৩ খ্রি. তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে। আইনটি ২০১৩ সনের ১০ নং আইন।

ছবি

৪। দ্বিপাড়্গিক সমঝোতা স্মারক ঃ

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির মূল লক্ষ্য হলো "Friendship to all and malice to none" এ মূল লক্ষ্যের উপর ভিত্তিকরে বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই অতীতে নতজানু পররাষ্ট্র নীতির পরিবর্তে পারস্পরিক সমঝোতা ও সমতার ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। বাংলাদেশ একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ। এ দেশের শতকরা ৯০ ভাগ লোক মুসলিম। এ সংখ্যাগরিষ্ট জনগণের ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ বর্তমান সরকার বিশ্বের মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। তারই অংশ হিসেবে সৌদি সরকার ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এ সমঝোতা স্মারকের উলেৰ্খযোগ্য দিকগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. মহান আলৰাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে ইসলামের মহান আদর্শ তথা, Views, ক্ষমা, সমসাময়িক ধর্মীয় বিষয়ে অতি মাত্রায় বাড়াবাড়ির বিপরীতে ইসলামের ভূমিকা। এ বিষয়ে মিশনারী প্রস্তুতে সহযোগিতা প্রদান।
২. পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এগুলোর মুদ্রণ, প্রচার ও অনুবাদে সহযোগিতা এবং এক্ষেত্রে অর্জিত অভিজ্ঞতা বিনিময়।

৩. দুদেশের মধ্যে হেফজ প্রতিযোগিতা ও ক্বেরাত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে সহযোগিতা, পবিত্র কুরআন হেফজ করা ও তিলাওয়াত এর ক্ষেত্রে অর্জিত পদ্ধতি ও অভিজ্ঞতা বিনিময়।
৪. মসজিদ প্রতিষ্ঠায় অভিজ্ঞতা বিনিময়, ধর্মীয় অনুশাসন অনুসারে ইমাম/ধর্মীয় গুরুর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করা।
৫. মসজিদ নির্মাণ ও সংস্কারের ক্ষেত্রে কারিগরি ও স্থাপত্যের বিষয়ে অভিজ্ঞতা বিনিময়।
৬. ওয়াক্ফ সম্পত্তির সীমাবদ্ধতা, প্রকৃত ওয়াক্ফ সম্পত্তি নির্ণয়, ওয়াক্ফ সম্পত্তির রেজিষ্ট্রেশন, উন্নয়ন ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা বিনিময়।
৭. দুদেশের মধ্যে ইসলামিক স্থাপত্য কলা গবেষণা, ইসলাম বিষয়ে অধ্যয়ন প্রকাশনা ও অনুবাদের ক্ষেত্রে সহযোগিত বিনিময়, পান্ডুলিপি সংগ্রহ, সূচিপত্র প্রণয়ন, সংরক্ষণ, পরিমাণ এর ছবিও সূচিপত্র বিনিময়।
৮. গবেষণা ও সুপারিশ বিনিময়ের লক্ষ্যে সম্মেলন ও সেমিনারে অংশগ্রহনের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য ইসলামিক বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি ও বিজ্ঞানীদের দুদেশ সফরে উৎসাহিত করা।

ছবি

৫। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কার্যক্রম ঃ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ভিশন-২০২১ এর লৰ্য অর্জন সর্বোপরি দাপ্তরিক কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে মন্ত্রণালয় কর্তৃক তথ্য প্রযুক্তির সম্প্রসারণে এ যাবত গৃহীত কার্যক্রম ঃ

(১) মন্ত্রণালয়ে ডেডিকেটেড ব্রডব্যন্ড ইন্টারনেট সংযোগ গ্রহণ করা হয়েছে;

(২) মন্ত্রণালয়ের তথ্যবহুল নিজস্ব ওয়েবসাইট (www.mora.gov.bd) প্রকাশ করা হয়েছে। যেখানে-

- সর্ব সাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশের উপযোগী সভার কার্যপত্র, কার্যবিবরণী, দাপ্তরিক পত্র, প্রজ্ঞাপন ইত্যাদি প্রকাশ করা হচ্ছে।
- এ যাবত মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী ও সচিবদের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে;
- বদলীকৃত কর্মকর্তাদের স্থলে নতুন পদায়নকৃত কর্মকর্তাদের তথ্যাদি হালনাগাদ করা হয়েছে;
- চলমান প্রকল্প ও কর্মসূচির তালিকা প্রকাশ;
- ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণাল সম্পর্কিত আইন, নীতিমালা ও সিটিজেন চার্টার প্রকাশ করা হয়েছে;
- অধীনস্ত/সংস্থার ওয়েবসাইট লিঙ্ক দেয়া হয়েছে।

(৩) অন-লাইন হজ্জ ম্যানেজম্যান্ট সিস্টেম (www.hajj.gov.bd) চালু করা হয়েছে;

(৪) পবিত্র গ্রন্থ আল-কোরআনের ডিজিটাল ভার্শন (www.quran.gov.bd) প্রকাশ করা হয়েছে;

(৫) মন্ত্রণালয়ের সাধারণ ই-মেইল ঠিকানার (moragovbd@gmail.com) মাধ্যমে দাপ্তরিক যোগাযোগ করা হচ্ছে এবং নিয়মিত মেইল চেক করে গৃহীত ও প্রেরিত মেইলের রেকর্ড সংরৰণ পূর্বক কার্যক্রম গৃহীত হচ্ছে;

(৬) কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক দৰতা উন্নয়ন প্রশিৰণ কোর্সের আয়োজন করা হচ্ছে;

(৭) দাপ্তরিক কাজে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কম্পিউটারের ব্যবহার বৃদ্ধি এবং সভা/সেমিনারে মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করা হচ্ছে;

(৮) মাসিক সভায় ই-সেবা, ওয়েবসাইটে তথ্য সমৃদ্ধিসহ ব্যবহারকারী বান্ধবকরণ এবং ই-যোগাযোগের বিষয় আলোচ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

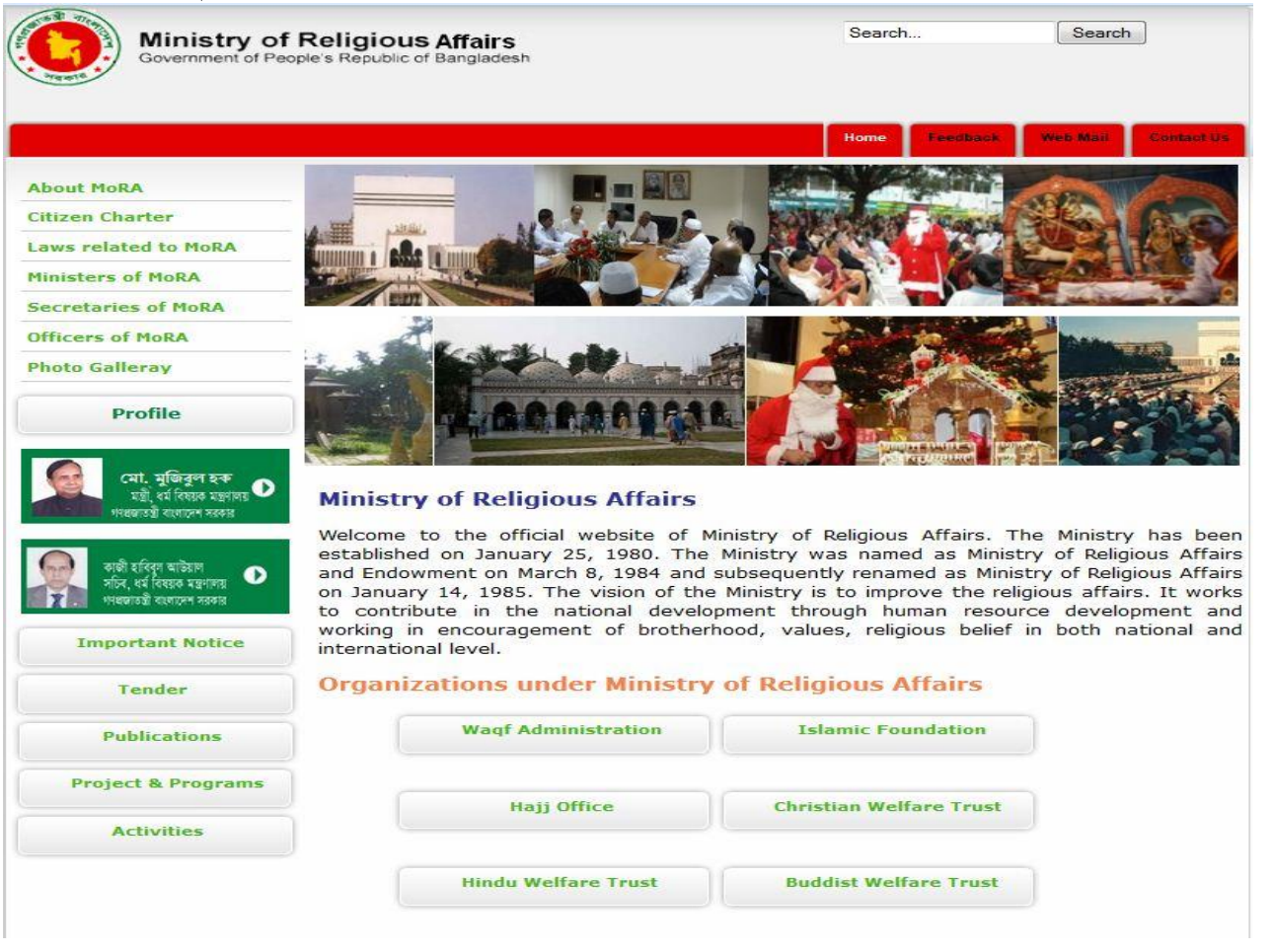

মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থাঃ

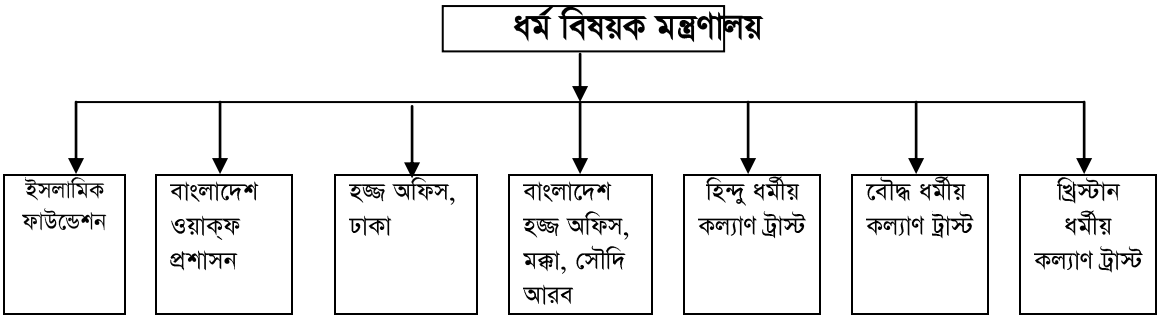

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

পরিচিতি ঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে ইসলামিক ফাউন্ডেশন একটি বিধিবদ্ধ স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা। বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ২২ মার্চ এক অধ্যাদেশবলে ইসলামের মহান আদর্শ ও মূল্যবোধের প্রচার ও প্রসার কার্যক্রমকে বেগবান করার লক্ষ্যে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠা করেন। ২৮ মার্চ ১৯৭৫ সালে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন এ্যাক্ট' প্রণীত হয়। বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ট মানুষ মুসলমান এবং প্রাচীন কাল থেকে এ দেশে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধের লালন এবং চর্চা হয়ে আসছে। এ লৰ্ব্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন তার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে যাচ্ছে। বর্তমানে ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর বিভিন্ন কার্যক্রম প্রধান কার্যালয়ের ১৪টি বিভাগ, ৬৪টি বিভাগ ও জেলা কার্যালয়, ৭টি ইমাম প্রশিৰণ একাডেমী এবং ৩৩টি ইসলামিক মিশন কেন্দ্রের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

(ক) মসজিদ ও ইসলামী কেন্দ্র, একাডেমী ও ইন্‌স্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা;

(খ) মসজিদ ও ইসলামী কেন্দ্র, একাডেমী ও ইন্‌স্টিটিউট এবং সমাজসেবায় নিবেদিত সংগঠনসমূহকে আর্থিক সহায়তা দেয়া;

(গ) সংস্কৃতি, চিন্তা, বিজ্ঞান ও সভ্যতার ক্ষেত্রে ইসলামের অবদানের উপর গবেষণা পরিচালনা;

(ঘ) ইসলামের মৌলিক আদর্শ বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ববোধ, পরমতসহিষ্ণুতা, ন্যায়বিচার প্রভৃতি প্রচার করা ও প্রচারের কাজে সহায়তা করা এবং সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে ইসলামী মূল্যবোধ ও নীতিমালা বাস্‌বায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নসহ বিভিন্ন পদক্ষেপের সুপারিশ করা;

(ঙ) ইসলামী মল্যবোধ ও নীতিমালা জনপ্রিয় করে তোলার লক্ষ্যে ইসলামের ইতিহাস, দর্শন, সংস্কৃতি, আইন ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কিত গবেষণার আয়োজন করা ও তার প্রসার ঘটানো এবং জনপ্রিয় ইসলামী সাহিত্য প্রকাশ করা এবং বিলি-বণ্টনকে উৎসাহিত করা;

(চ) ইসলাম ও ইসলামের বিষয় সম্পর্কিত বই-পুস্তক, সাময়িকী ও প্রচার পুস্কিা অনুবাদ, সংকলন ও প্রকাশ করা;

(ছ)ইসলামের ইতিহাস, দর্শন, সংস্কৃতি, আইন ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিষয়াদির উপর সম্মেলন, বক্তৃতামালা, বিতর্ক ও সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা;
(জ) ইসলাম বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য পুরস্কার ও পদক প্রবর্তন করা;
(ঝ) ইসলাম সম্পর্কিত প্রকল্প গ্রহণ ও তাতে সহায়তা করা;
(ঞ) ইসলাম বিষয়ক গবেষণার জন্য বৃত্তি প্রদান ;
(ট)বায়তুল মুকাররম মসজিদের ব্যবস্থাপনা ও উন্নতি বিধান এবং
(ঠ)উপরোক্ত কার্যাবলির যেকোনটির ক্ষেত্রে আনুষঙ্গিক অন্যান্য কাজ সম্পাদন।

বোর্ড অব গভর্নরস ঃ

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সার্বিক নীতি নির্ধারণ ও ফাউন্ডেশনকে যথাযথভাবে পরিচালনা লৰ্য্যে দিক-নির্দেশনা প্রদান, কার্যক্রম গ্রহণ, তত্ত্বাবধান ও পর্যবেক্ষণের জন্য ১৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি বোর্ড অব গভর্নরস রয়েছে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী উক্ত বোর্ডের চেয়ারম্যান । বোর্ডের অন্যান্য গভর্নরগণ হলেন: সরকার কর্তৃক মনোনীত ২ জন মাননীয় সংসদ সদস্য, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও শিৰা মন্ত্রণালয়ের সচিব, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ও মাদ্রাসা শিৰা বোর্ডের চেয়ারম্যান, ভাইস-চ্যান্সেলর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশের প্রখ্যাত মুসলিম পন্ডিত ও ধর্মীয় তাত্ত্বিকদের মধ্য হতে সরকার কর্তৃক মনোনীত ৫ ব্যক্তি, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আজীবন সদস্যগণের মধ্য হতে নির্বাচিত ৩ জন ব্যক্তি । ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক পদাধিকার বলে বোর্ড অব গভর্নরস-এর সদস্য-সচিব।

সাংগঠনিক কাঠামো ঃ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন এ্যাক্ট ১৯৭৫ এর ৫(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মহাপরিচালক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা । তিনি সরকার কর্তৃক প্রেষণে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। বোর্ড অব গভর্নরসের সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত। কার্য সম্পাদনে তাঁকে সহযোগিতা প্রদানের জন্য ১ জন সচিব, ১৪ জন পরিচালক, ৪ জন প্রকল্প পরিচালক এবং ১ জন প্রকল্প ব্যবস্থাপক (প্রেস) রয়েছেন।

জনবল ঃ

বর্তমানে ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর রাজস্ব খাতে ১,৪৭৪জন এবং উন্নয়ন খাতে ৬৮১ জনসহ সর্বমোট ২,১৫৫ জন জনবল রয়েছে। এ ছাড়া সম্মানীর ভিত্তিতে ৪৪,১৬৮ জন কর্মচারী উন্নয়ন খাতে কর্মরত আছে।

তহবিল ঃ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর তহবিল হচ্ছে (ক) ইসলামিক ফাউন্ডেশন আইন এর ২০নং অনুচ্ছেদের অধীনে ফাউন্ডেশনের কাছে হস্তান্তরিত বায়তুল মোকাররম ও ইসলামী একাডেমীর তহবিলের অর্থ; (খ) সরকারের অনুদান ও ঋণ; (গ) বাংলাদেশে সংগৃহীত ঋণ; (ঘ) সরকারের পূর্ব অনুমোদনক্রমে বিদেশী রাষ্ট্র ও সংস্থার কাছ হতে প্রাপ্ত সাহায্য ও ঋণ; (ঙ) চাঁদা ও দান; (চ) বিনিয়োগ, রয়্যালটি ও সম্পত্তি হতে প্রাপ্ত আয়; এবং (ছ) ফাউন্ডেশনের অন্য আর সকল প্রাপ্তি ।

কার্যক্রম ঃ

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের রাজস্ব ও উন্নয়ন-উভয় খাতের কর্মসূচি বিভিন্ন বিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। এগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ :

প্রশাসন বিভাগ ঃ

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের যাবতীয় প্রশাসনিক ও সংস্থাপন সংক্রান্ত কাজ, জনবল নিয়োগ, বায়তুল মুকাররম মসজিদ ও মার্কেটের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা, বোর্ড অব গভর্নরস-এর সভা আহ্বান, গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন, প্রধান কার্যালয়সহ মাঠ পর্যায়ের অফিসে আর্থিক ও প্রশাসনিক যাবতীয় কার্যক্রম প্রশাসন বিভাগের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। সচিব এ বিভাগের প্রধান। সরকার কর্তৃক প্রেষণে নিয়োজিত উপ-সচিব পদমর্যাদাসম্পন্ন একজন কর্মকর্তা সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

সমন্বয় বিভাগ ঃ

সমন্বয় বিভাগ ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর অন্যতম গুরবত্বপূর্ণ বিভাগ। সমন্বয় বিভাগের মাধ্যমে ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয়সহ মাঠ পর্যায়ের, বিশেষ করে বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়সমূহের সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান, সমন্বয় সাধন ও পর্যালোচনা করা হয়। এছাড়া বিভাগ ও জেলা কার্যালয়ের বাজেট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন তদারকী, কর্মচারীদের উপস্থিতি, মনিটরিং, এসিআর প্রদান, অনুষ্ঠান বাস্তবায়ন ও আর্থিক সমস্যা নিস্পত্তি এবং মামলা তদারকী এ বিভাগের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে সমন্বয় বিভাগের সম্পদিত কার্যক্রম নিম্নে দেয়া হলো :

ক্রম	কর্মকান্ডের বিষয়	অগ্রগতি/ বাস্বায়ন সংখ্যা
১।	জাতীয় ও ধর্মীয় গুরবত্বপূর্ণ দিবস উদযাপন অনুষ্ঠান বাস্তবায়ন	৭০৪ টি
২।	পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সাঃ) উদযাপন উপলব্যে সেমিনার, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বাস্তবায়ন	১৯৯ টি
৩।	পবিত্র রমজান উপলব্যে তফসিল মাহফিল অনুষ্ঠান বাস্তবায়ন	৭৪৬ টি
৪।	সরকারী যাকাত ফান্ডে যাকাত সংগ্রহের উদ্দেশ্যে রমজান মাসে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠান বাস্তবায়ন	৫৫৪ টি
৫।	এস.এস.সি ও দাখিল পরীৰায় জি.পি.এ-৫ প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্বুদ্ধকরণ অনুষ্ঠান বাস্তবায়ন	৬৪ টি
৬।	মহিলা অনুষ্ঠান বাস্তবায়ন	১২৮ টি
৭।	ঈদ পুনমিলনী অনুষ্ঠান বাস্তবায়ন	১২৮ টি
৮।	জাতীয় শিশু কিশোর প্রতিযোগিতা (উপজেলা, জেলা ও বিভাগ পর্যায়) অনুষ্ঠান বাস্তবায়ন	৫৬২ টি
৯।	১৫ ই আগষ্ঠ জাতীয় শোক দিবস উপলব্যে জাতীয় হিফস প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান বাস্তবায়ন	৫৬২ টি
১০।	১৭ মার্চ জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন উপলব্যে রচনা কুইজ প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান বাস্তবায়ন	৪৯১ টি
১১।	মাজার শরীফ ও খানকা-এর তত্তাবধায়কগণের সমন্বয়ে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে সম্মেলনের আয়োজন	৫৫৫ টি
১২।	২২ মার্চ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন	৬৪টি
১৩।	দাওয়াতি মাহফিল পরিচালনা (জেলা পর্যায়-৬৪ টি+ উপজেলা পর্যায়-৫০০ টি)=৫৬৪ টি	৫৬৪ টি
১৪।	জেলা/বিভাগীয় পর্যায়ে চাঁদ দেখা কমিটির সভা বাস্বায়ন	৬৪০ টি
১৫।	জাতীয় শিশু কিশোর প্রতিযোগিতা জাতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠান বাস্তবায়ন	১ টি
১৬।	যৌতুকের বিরবদ্ধে সামাজিক আন্দোলন	৬৪ টি
১৭।	সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের বিরবদ্ধে সভা সমাবেশ ও মসজিদে প্রাক খুতবা আলোচনা	২৫৬৩ টি
১৮।	নারীর অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় মসজিদে মসজিদে আলোচনা সভা ও লিফলেট বিতরণ	১২৮০ টি
১৯।	মানব সম্পদ উন্নয়নে ধর্মীয় নেতাদের সম্পৃক্তকরণ অনুষ্ঠান বাস্তবায়ন	১৯২ টি
২০।	জঙ্গীবাদ, সন্ত্রাস প্রতিরোধ কর্মসূচীর আওতায় সেমিনার ও অনুষ্ঠান বাস্তবায়ন	১১২২ টি
২১।	জেলা কার্যালয়ে ভবন নির্মাণের জন্য জমি প্রাপ্তির জেলার সংখ্যা	১ টি

ছবি

অর্থ ও হিসাব বিভাগ ঃ

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অর্থ ও হিসাব সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সম্পাদন, এতদ্সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ, বাজেট প্রণয়ন, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সকল বিভাগ ও মাঠ পর্যায়ের সকল অফিসের নিরীক্ষা পরিচালনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন, অর্থ ও হিসাব সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, অডিট আপত্তির নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি যাবতীয় কাজ অর্থ ও হিসাব বিভাগের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। পরিচালক, অর্থ ও হিসাব এ বিভাগের প্রধান।

পরিকল্পনা বিভাগ ঃ

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সকল উন্নয়ন ও রাজস্ব খাতের প্রকল্প প্রণয়ন, মূল্যায়ন, প্রক্রিয়াকরণ, পরিবীক্ষণ, প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকল্প কার্যালয়কে সহযোগিতা প্রদান করা এ বিভাগের কাজের অন্তর্ভুক্ত। পরিকল্পনা বিভাগের মাধ্যমে উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ অবমুক্তি, মনিটরিং, সুপারভিশন, এডিপি ও আরএডিপি, প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রণয়ন, পরিসংখ্যানগত তথ্যাদি প্রণয়ন, মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক ও বার্ষিক প্রতিবেদনসহ বিভিন্ন ধরনের রিপোর্ট তৈরি করে ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি ও সংশিৱষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করাসহ উন্নয়ন পকল্পসমূহের নির্ধারিত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির লক্ষ্যে যাবতীয় কার্যক্রম অত্র বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত হয়ে থাকে। একজন পরিচালক বিভাগীয় প্রধান হিসেবে এ বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন।

ইসলামিক মিশন ঃ

সেবামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইসলামী মূল্যবোধের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে ইসলামিক মিশন কার্যক্রম শুরব হয়। দুঃস্থ দরিদ্র পীড়িত জনগণকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান, দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের দরিদ্র জনগণকে হালাল জীবিকা অর্জনে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে গরীব ও সহায় সম্বলহীন জনগোষ্ঠীকে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য সুদমুক্ত ঋণদান ও সেলাই প্রশিক্ষণ প্রদান, এবতেদায়ী মাদ্রাসা ও মসজিদভিত্তিক মক্তব ও নৈশ মক্তব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিরক্ষরতা দূরীকরণ, নূরানী পদ্ধতিতে পবিত্র কুরআন শিক্ষা ও নামায শিক্ষা প্রদান, তাফসীর অনুষ্ঠান ও উদ্বুদ্ধকরণ, মাহফিলের মাধ্যমে দ্বীনী দাওয়াতী কর্মসূচি বাস্তবায়ন ; মুবালিৱগ, নওমুসলিম ও মক্তব শিক্ষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনগণের ইসলামী মূল্যবোধ উজ্জীবিত করণ, ইসলামী জীবনাদর্শের ভিত্তিতে জীবন-যাপন প্রণালী প্রবর্তনে জনগণকে সহায়তা প্রদান এবং বৃক্ষ রোপণের মাধ্যমে দেশকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা প্রভৃতি কার্যক্রম ইসলামিক মিশন এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন জেলায় ৪১টি ইসলামিক মিশন কেন্দ্রের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। তাছাড়া এ বিভাগের আওতায় ইসলামিক মিশনের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে বায়তুল মুকাররমে একটি ডায়াগনোস্টিক সেন্টার পরিচালিত হয়ে আসছে। এখানে বিশেষ হ্রাসকৃত মূল্যে (৪০% রেয়াত) বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক সকল প্রকার রোগ নিরূপণী পরীক্ষা-নিরীক্ষাসহ চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে। ইসলামিক মিশনের ২০১৪-১৫ অর্থবছরের কর্মকান্ড নিম্নরূপ :

	কর্মকান্ডের বিষয়	অগ্রগতি/বাস্তবায়ন সংখ্যা
১।	প্রত্যন্ত অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা সেবা প্রদান	৬৭৮১৫০ জন

২।	প্রত্যন্ত অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সেবা প্রদান	২৯৫৯৪২ জন
৩।	স্বল্প আয়ের মানুষের স্বল্প মূল্যে ডায়াগনোস্টিক সেন্টারে সেবা প্রদান	৭১৩২ জন
৪।	চক্ষু শিবির কর্তৃক সেবা প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা	১২৫৭ জন
৫।	টঙ্গী শিশু হাসপাতালের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা সেবা প্রদান	২৬৩৭০ জন
৬।	টঙ্গী শিশু হাসপাতালের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সেবা প্রদান	১৩২৫৬ জন
৭।	মিশন কেন্দ্র সমুহের মাধ্যমে মক্তব/নৈশ মক্তব শিৰা কার্যক্রম পরিচালনা	৩৮০ টি
৮।	৩৮০ টি মক্তব/নৈশ মক্তবের মাধ্যমে শিৰা প্রদানকৃত ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা	২১৫৬৪ জন
৯।	অৰরজ্ঞান লাভ কারীর সংখ্যা	১৩৭৪২ জন
১০।	নামাজ শিৰা লাভকারীর শিৰা	১০৮০০ জন
১১।	কুরআন শিৰা লাভকারীর সংখ্যা	১০৬৭৬ জন
১২।	মক্তব/নৈশ মক্তববের শিৰক সম্বন্বয় সভার সংখ্যা	৪৮৭ টি
১৩।	শিৰা প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা	৮১০ টি
১৪।	মিশন কেন্দ্র সমুহের মাধ্যমে মাদ্রাসা (এবতেদায়ী) শিৰা কার্যক্রম পরিচালনা	১৮ টি
১৫।	জাতীয় ধর্মীয় দিবস উদযাপন	১৮২৬ টি
১৬।	উদ্বুদ্বকরণ মাহফিলের সংখ্যা	৪২৯ টি
১৭।	মিশন কেন্দ্র সমুহের মাধ্যমে রোপনকৃত জীবিত গাছের সংখ্যা	৬৮৫ টি

দীনী দাওয়াত ও সংস্কৃতি বিভাগ ঃ

ইসলামের শিক্ষা, আদর্শ ও মূল্যবোধের প্রচার ও প্রসার, ধর্মীয় ও জাতীয় গুরৰত্বপূর্ণ দিবসসমূহ উদযাপন, সাহাবায়ে কিরাম (রা), মুসলিম মনীষী ও জাতীয় নেতৃবৃন্দের স্মরণসভা এবং ইসলামের মৌলিক ও গুরৰত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা সভা, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, তাফসীর, দরসে হাদীস, বিষয়ভিত্তিক ওয়াজ-মাহফিল, ঈদ, ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) প্রভৃতি উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও পরিচালনা, স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনুষ্ঠিতব্য কিরাআত ও হিফয প্রতিযোগিতার প্রতিযোগী বাছাইসহ ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শ প্রচারের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা দীনী দাওয়াত ও সংস্কৃতি বিভাগের অন্যতম কাজ। এ বিভাগের অনুবাদ শাখাথেকে বিদেশগামীদের বিভিন্ন সনদ, ডকুমেন্টস ও চিঠিপত্র আরবি-ইংরেজি-বাংলায় অনুবাদ করা হয়। এ বিভাগের অধীনে পরিচালিত আধুনিক আরবী ভাষা শিক্ষা কেন্দ্রকে পূর্ণাঙ্গ ভাষা ইনস্টিটিউটে উন্নীত করা হয়েছে। ১৯৯৪ সাল হতে ২০১১ সাল পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী দীনী দাওয়াত ও সংস্কৃতি বিভাগের অধীনে নির্বাচিত ১১০জন প্রতিযোগী সৌদী আরব, দুবাই, লিবিয়া, মালয়েশিয়া, ইরান, মিসর, জর্দান, তুরস্ক, আলজেরিয়া, ভারত ও পাকিস্তানসহ ১২/১৩টি দেশে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক হিফজ, কিরআত ও তাফসীর প্রতিযোগিতায় ১ম, ২য়, ৩য় স্থানসহ বিভিন্ন স্তরে পুরস্কার পেয়েছেন। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের কর্মকান্ড নিম্নরূপ :

ক্রম	কর্মকান্ডের বিষয়	অগ্রগতি/ বাস্তবায়ন সংখ্যা
১।	ধর্মীয় ও গুরৰত্বপূর্ণ দিবস উদযাপন ঃ (পবিত্র শবে ক্বদর, শবে বরাত, শবে মেরাজ, জুমাতুল বিদা, ঈদ-উল-ফিতর, ঈদ-উল-আযহা, আশুরা, শাহাদাত-এ কারবালা, আখেরী চাহার সোম্বা, ফাতেহা ইয়াজ দাহাম, মে দিবস ও শহীদ বুদ্ধিজিবি দিবস	১২ টি
২।	জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির সভা বাস্তবায়ন	১২ টি
৩।	পবিত্র মাহে রমযান উপলৰ্যে তাফসীর মাহফিলের আয়োজন	৩০ টি
৪।	তারাবীহ পূর্ব সংক্ষিপ্ত সারমর্ম আলোচনা	২৯ টি
৫।	জুমু'আ পূর্ব আলোচনা	৪৮ টি
৬।	আন্তর্জাতিক ক্বিরাত, হিফ্জ ও তাফসীর প্রতিযোগিতার প্রার্থী প্রেরণ	০৮ টি
৭।	পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উদযাপন উপলৰ্যে পৰকালব্যাপি অনুষ্ঠানের আয়োজন	১৫ টি
৮।	দুর্নীতি সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ কার্যক্রমে ভূমিকা	১ টি
৯।	মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলৰ্যে আলোচনা সভা, দোয়া মাহফিলের আয়োজন	১টি
১০।	১৭ই মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম বার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন উপলৰ্যে বায়তুল মোকাররম মসজিদে কুরআন খানি, মিলাদ ও বিশেষ মুনাজাতের আয়োজন	১ টি

১১।	১৫ ই আগষ্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উদযাপন উপলব্যে আলোচনা সভা, বায়তুল মোকাররম মসজিদে ও বনানী কবরস্থানে কুরআন খানি, মিলাদ ও বিশেষ মুনাজাতের আয়োজন	৩ টি
১২।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শেখ হাসিনার জন্ম বার্ষিকী উপলব্যে মিলাদ ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন	১ টি
১৩।	মহান শহীদ ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলব্যে আলোচনা সভা কুরআনখানি, দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন	৩ টি
১৪।	মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলব্যে আলোচনা সভা, আলোচনা সভা কুরআনখানি, দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন	১ টি

প্রকাশনা বিভাগঃ

ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলি, কুরআন ও কুরআন সম্পর্কিত, মহানবী (সা)-এর সীরাত ও হাদীস সম্পর্কিত, ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য, ইসলামের আইন, তাফসীর, কুরআন, হাদীস, দর্শন, মুসলিম মনীষীদের জীবনী, ইসলামী অর্থনীতি, নারী, যৌতুক, মানবাধিকার ও শিশু-কিশোর উপযোগী চরিত্র গঠনমূলক সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে পুস্তক প্রকাশের মাধ্যমে ইসলামী আদর্শ, মূল্যবোধ ও শিক্ষার প্রচার ও প্রসার এ বিভাগের প্রধান কাজ। এ উদ্দেশ্যে প্রকাশনা বিভাগ এ পর্যন্ত ৩,৩০০ শিরোনামের পুস্তক প্রকাশ করেছে। সেই সঙ্গে এ বিভাগ থেকে 'অগ্রপথিক' ও 'সবুজ পাতা' নামে দু'টি মাসিক পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ হয়ে আসছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত পুস্তকের চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে পুনর্মুদ্রণের হারও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইতিমধ্যে কুরআনুল করীমের বাংলা অনুবাদের ৪৮তম সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছে। তাফসীর, সীরাত, জীবনীগ্রন্থ, ইসলামের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও শিশুতোষ গ্রন্থগুলো ২ থেকে ২০ বার পর্যন্ত এই বিভাগ থেকে পুনমর্দ্রণ হয়েছে। প্রকাশিত যাবতীয় পুস্তক ও পত্রিকা বিক্রয় করাও এ বিভাগের দায়িত্ব। প্রকাশিত পুস্তকের স্টোর ব্যবস্থাপনার কাজও এ বিভাগ করে থাকে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ৯০টি নতুন পুস্তক প্রকাশ ও পুর্নমুদ্রণ, মাসিক অগ্রপথিক ও সবুজ পাতা নামক পত্রিকা ২৪ সংখ্যা এবং বিভিন্ন পুস্তক প্রদর্শনি ও বই মেলায় অংশগ্রহণ করা হয়েছে ।

গবেষণা বিভাগ ঃ

ইসলামের মৌলিক ও গুরবত্বপূর্ণ বিষয় এবং কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে গবেষণাকর্ম পরিচালনা ও প্রকাশনা, গবেষণালব্ধ বিষয়াবলি পুস্তকাকারে প্রকাশ এবং গবেষণামূলক বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন এ বিভাগের অন্যতম প্রধান কাজ। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ইতিহাস, দেশবরেণ্য সাহিত্যিক ও ইসলামী চিন্তাবিদগণের জীবন ও কর্ম, আল-কুরআনে অর্থনীতি, Scientific Indications in the Holy Quran, Muslim Contribution to Science & Technologyসহ উলেৱখযোগ্য সংখ্যক মূল্যবান গ্রন্থ গবেষণা বিভাগের মাধ্যমে ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, ছোটদের বিশ্বকোষ, বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, অল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত, জরবরী ফাতাওয়া ও মাসাইল শীর্ষক গ্রন্থ এর মধ্যে অন্যতম। এ ছাড়া হাদীস ও সামাজিক বিজ্ঞান, হাদীসের আলোকে হানাফী মাযহাবের তত্ত্ব ও দর্শন সম্পর্কিত মাসাইলে আহনাফ, আরবী-বাংলা ও বাংলা-আরবী অভিধান, আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে গ্রন্থাদি প্রণয়নসহ বেশ কিছু গুরবত্বপূর্ণ গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। গবেষণা বিভাগ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে এ পর্যন্ত ১২০টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে দেশের বিদগ্ধ গবেষকদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন, তাদের গবেষণা কর্ম মূল্যায়ন ও গবেষক সৃষ্টির জন্য সহায়ক পরিবেশ উন্নয়ন এবং নতুন নতুন গবেষণা-ক্ষেত্র যেমন ইসলামী ব্যাংকিং, জাতীয় পাঠক্রম, ইসলামী দাওয়াত ও সংস্কৃতির মূলধারা ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। 'ইসলামিক

ফাউন্ডেশন পত্রিকা' শীর্ষক একটি গবেষণামূলক ত্রৈমাসিক পত্রিকাও এ বিভাগের তত্ত্বাবধানে বিগত ৫০ বছর যাবত নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। গবেষণা বিভাগের ২০১৪-১৫ অর্থবছরের কর্মকান্ড নিম্নরূপ :

ক্রম	কর্মকান্ডের বিষয়	অগ্রগতি/বাস্তবায়ন সংখ্যা
১।	পান্ডুলিপি রিভিউ	১৮ টি
২।	পান্ডুলিপি সম্পাদনা	---
৩।	পুস্তক মুদ্রণ	২ টি
৪।	ইসলমিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা (ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা)	
৫।	সেমিনার	১৭ টি
৬।	রেফারেন্স পুস্তক সংগ্রহ	১৩০০ টি
৭।	ফোতওয়া প্রদান	১০২ টি
৮।	বিদেশগামীদের সনদপত্র, অন্যান্য কাগজপত্র অনুমোদন ও সত্যায়ন	২৫০ টি
৯।	তাজকিয়া/চারিত্রিক সনদ প্রদান	৫০ টি
১০।	কাস্টম বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত বই যাচাই-বাছাই, মতামত প্রদান এবং আমদানি-রপ্তানি সম্পর্কে অনাপত্তি সনদ প্রদান করা।	২৫ টি
১১।	যে কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ইসলাম সম্পর্কে প্রেরিত পত্রের আলোকে মতামত প্রদান	৩ টি
১২।	গবেষণা বিভাগের অধীনে "কুরআন হাদীসের আলোকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সেল"-গঠণ	১টি

অনুবাদ ও সংকলন বিভাগঃ

পবিত্র কুরআনুল করীমের অনুবাদ, তাফসীর, হাদীসগ্রন্থ ও ইসলামের বিভিন্ন মৌলিক বিষয়ে বিভিন্ন ভাষায় লিখিত প্রসিদ্ধ, ক্লাসিক্যাল এবং আধুনিক গ্রন্থাদি অনুবাদ ও সংকলন করা এ বিভাগের কাজ। অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের মাধ্যমে সিহাহ্ সিত্তাহ্র পূর্ণাঙ্গ সেট, যেমন বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, তিরমিযী শরীফ, নাসাঈ শরীফসহ মুয়াত্তা ইমাম মালিক ও মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ, তাজরীদুস সিহাহ্ (পুনরাবৃত্তিমুক্ত সহীহ্ হাদীস) ইত্যাদি হাদীসগ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ থেকে তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন, তাফসীরে জালালাইন, তাফসীরে ইবনে কাছীর, তাফসীরে তাবারী, তাফসীরে মাজেদী, তাফসীরে মাযহারী, তাফসীরে উসমানী, তাফসীরে ইবনে আব্বাস, ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, আল-হিদায়া এবং আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (ইসলামের ইতিহাস : আদি-অন্ত), সীরাতে ইবনে ইসহাক, সীরাতে ইবনে হিশাম এবং আসাহ্হুস্ সিয়ার, সীরাতুল মুস্তফা-এর বাংলা অনুবাদসহ সীরাত বিষয়ক ১২টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এ পর্যন্ত এ বিভাগ থেকে মোট ৩৫৯টি পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। একজন পরিচালক এ বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন। এ বিভাগের ২০১৪-১৫ অর্থবছরের অগ্রগতি চিত্র নিম্নরূপ:

ক্রম	কর্মকান্ডের বিষয়	অগ্রগতি/বাস্তবায়ন সংখ্যা
১।	পুস্তক প্রকাশ	৫ টি
২।	অনুবাদ	৫২ টি
৩।	সম্পাদনা	২৬ টি
৪।	পুনর্মুদ্রণ (রিভিউ)	৬ টি
৫।	প্রুফ রিডিং	৬ টি
৬।	মুদ্রণ বাঁধাই কার্যাদেশ প্রদান	১৫ টি

ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগঃ

দেশের প্রখ্যাত ও প্রথিতযশা ইসলামী চিন্তাবিদ, আলিম, বিজ্ঞানী, গবেষক, শিক্ষক ও দেশবরেণ্য বুদ্ধিজীবীগণ কর্তৃক মৌলিকভাবে লিখিত, অন্য ভাষা থেকে অনূদিত ও সম্পাদিত ইসলাম সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় বিষয়াবলি সম্বলিত বাংলায় ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশের লক্ষ্যে 'ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকল্প' গ্রহণ করা হয়। বাংলায় ২ খন্ডে সমাপ্ত সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষসহ ২৮ খন্ডে সমাপ্ত বৃহত্তর ইসলামী বিশ্বকোষ ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। ইসলামী বিশ্বকোষ দ্বিতীয় সংস্করণের কাজ চলছে। ইতোমধ্যে এর ৭টি খন্ড প্রকাশিত হয়েছে। 'সীরাত বিশ্বকোষ' নামে ২২ খন্ডে সমাপ্য আরেকটি প্রকল্পের কাজ চলছে। এতে আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ), রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর জীবনী স্থান পাবে। ইতিমধ্যে এ কার্যক্রমের আওতায় ১৪টি খন্ড প্রকাশিত হয়েছে এবং অন্যান্য খন্ড শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। 'আল-কুরআন বিশ্বকোষ' শিরোনামে মোট দশ খন্ডে সমাপ্য আরো একটি বিশ্বকোষ প্রণয়নের কাজ চলছে। এছাড়া ৬টি নতুন মুদ্রণ ও ১১টি পুর্নমুদ্রণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে আল কুরআন বিশ্বকোষের ৩ খন্ড প্রকাশিত হয়েছে।

ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমীঃ

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অন্যতম একটি বিভাগ হচ্ছে ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, দিনাজপুর ও সিলেট এই ৭টি কেন্দ্রের মাধ্যমে মসজিদের ইমাম ও মুয়াজ্জিনগণকে ইসলামের মৌলিক বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান দানের পাশাপাশি গণশিক্ষা, পরিবার কল্যাণ, কৃষি ও বনায়ন, পশু-পাখী পালন ও মৎস্য চাষ, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও প্রাথমিক চিকিৎসা, বৃক্ষ রোপণ ও গবাদি পশু চিকিৎসা, প্রজনন স্বাস্থ্য, যৌতুক, সন্ত্রাস, কম্পিউটার ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদেরকে উপার্জনক্ষম এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখার মত উপযুক্ত করে গড়ে তোলাই ইমাম প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। সারা দেশে ১৯৫ জন জনবলের মাধ্যমে উক্ত কার্যক্রম পরিচালিত হয়। শুরু থেকে ৭টি কেন্দ্রের মাধ্যমে মোট ৮০,৯৮৪ জন ইমামকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। গত ২০১৪-১৫ অর্থবছরের অগ্রগতির চিত্র নিম্নরূপঃ-

ক্রম	কমকান্ডের বিষয়	অগ্রগতি/বাস্তবায়ন সংখ্যা
১।	ইমামগণের নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান	৩৫০০ জন
২।	প্রশিক্ষন প্রাপ্ত ইমামগণের রিফ্রেসার্স কোর্স প্রদান	২৪৬৩ জন
৩।	কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ প্রদান	৫০ জন
৪।	কর্মচারীগণের প্রশিক্ষণ প্রদান	১০০ জন
৫।	কর্মকতাগণের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান	-
৬।	কর্মচারীগণের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান	--

৭।	জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ ইমামদের পুরস্কার প্রদান	১৯২ জন
৮।	বিভাগীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ ইমামদের পুরস্কার প্রদান	২১ জন
৯।	জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ ইমামদের পুরস্কার প্রদান	৩ জন
১০।	শ্রেষ্ঠ খামারীদের পুরস্কার প্রদান	৬৪ জন
১১।	ইমাম সম্মেলন (উপজেলা পর্যায়ে)	৪৯০ টি
১২।	ইমাম সম্মেলন (জেলা পর্যায়ে)	৬৪ টি
১৩।	ইমাম সম্মেলন (বিভাগীয় পর্যায়ে)	৭ টি
১৪।	ইমাম সম্মেলন (জাতীয় পর্যায়ে)	১ টি
১৫।	ইমাম/মাদ্রাসার ছাত্র বেকার যুবকদের কাম্পিউটার প্রশিৰণ প্রদান ৬০ দিন	২২০ জন

ইমাম মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট : ইমাম ও মুয়াজ্জিনগণকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলার লক্ষ্যে জাতীয় সংসদে ১ জুলাই ২০০১ সালে এ্যাক্ট পাসের মাধ্যমে 'ইমাম ও মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট' গঠিত হয়। ১ জন চেয়ারম্যান, ১ জন সদস্য-সচিব ও ৭ জন সদস্য সমন্বয়ে একটি ট্রাস্ট বোর্ডের মাধ্যমে ইমাম ও মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালিত হয়ে আসছে। ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের কল্যাণার্থে সরকার একটি ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করেছে। দেশের যে কোন মসজিদের ইমাম ও মুয়াজ্জিন মাসিক ১০/- (দশ) টাকা হারে চাঁদা দিয়ে এ ট্রাস্টের সদস্য হতে পারেন। ট্রাস্ট ফান্ডের লভ্যাংশ থেকে এ যাবত সুদমুক্ত ঋণ হিসেবে ৩৯৩ জনের মাঝে ৩৫,১৭,৫০০/- টাকা এবং এককালীন সাহায্য হিসেবে ৩৪,৫৮,০০০/- টাকা ৬০৯ জন ইমাম ও মুয়াজ্জিন এর মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ট্রাস্ট-এর আওতায় সুবিধাভোগী ইমাম/মুয়াজ্জিন এর সংখ্যা নিম্নরূপ ঃ

ক্রম	**কর্মকান্ডের বিষয়**	অগ্রগতি/বাস্তবায়ন সংখ্যা
১।	স্বল্প আয়ের ইমাম ও মুয়াজ্জিদের মাঝে ঋণ বিতরণ	৯৮০ জন
২।	গরীব দুঃস্থ ইমাম ও মুয়াজ্জিদের মাঝে আর্থিক সাহায্য প্রদান	৯৮০ জন

ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরীঃ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর গবেষণাসহ সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে ইসলামী জ্ঞান বিকাশের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর কার্যক্রম শুরব হয়। বর্তমানে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে হযরত উসমান (রা)-এর সময়ের পবিত্র কুরআন শরীফ মাসহাফে উসমানী, অন্ধদের জন্য ব্রেইল কুরআন শরীফ, পৃথিবার সবচেয়ে ছোট কুরআন শরীফ, বার্মিজ, তাজিকি এবং ইন্দোনেশিয়ান ভাষা-ভাষীদের জন্য পবিত্র কুরআন শরীফের অনুবাদ গ্রন্থসহ বিভিন্ন ছাপায় পবিত্র কুরআন শরীফ, তাফসীর গ্রন্থ, হাদীসগ্রন্থ, ইসলামী সাহিত্য, চিকিৎসা বিজ্ঞান, ইসলাম ও বিজ্ঞান, ইসলামী অর্থনীতি, ইসলামী দর্শন, ইসলামের ইতিহাস, ইসলামী আইন, বিভিন্ন ভাষায় অভিধান ও বিশ্বকোষ এবং শিশু সাহিত্যসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রায় ১ লক্ষ ১২ হাজার পুস্তক রয়েছে। এ লাইব্রেরীটি বর্তমানে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ইসলামিক লাইব্রেরী হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে। এ ছাড়া সাপ্তাহিক ও সাময়িকী মিলিয়ে প্রায় ৪০টি পত্রিকা রাখা হয়। এ লাইব্রেরী ভবনের নীচতলায় বাংলাদেশের কৃষ্টি কালচার ও ইসলামী কৃষ্টি কালচারের সমন্বয়ে সৌন্দর্যমন্ডিত একটি প্রদর্শনী হল রয়েছে। সকল পাঠক ও গবেষকগণের উক্ত প্রদর্শনী হল পরিদর্শন করার সুযোগ রয়েছে। লাইব্রেরীর জন্য ওয়েবসাইট চালু করে লাইব্রেরীকে দেশ-বিদেশের পাঠকদের নাগালে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে বিশ্বের যে-কোন স্থান থেকে যে-কোন পাঠক ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে লাইব্রেরী সেবা গ্রহণ করতে পারবেন। গত ২০১৪-১৫ অর্থবছরের অর্জন নিম্নরূপ :

ক্রম	কর্মকান্ডের বিষয়	অগ্রগতি/বাস্তবায়ন সংখ্যা
১।	দেশী/বিদেশী পুস্তক সংগ্রহ	৯১২ কপি
২।	দেশী/বিদেশী পুস্তিকা সংগ্রহ	১৫৯ কপি
৩।	দেশী/বিদেশী পত্র-পত্রিকা ও জার্নাল সংগ্রহ	৮৮৩৮ কপি
৪।	পাঠক সেবা প্রদান	১,৬৬,৮৭৯ জন
৫।	গবেষক সেবা প্রদান	১২৩ জন
৬।	আই এস বি এন নম্বর প্রদান	৭৩ টি
৭।	ফটোকপি সার্ভিস (সেবা) প্রদান	১,৫০০ জন

ইসলামিক ফাউন্ডেশন ছাপাখানা ঃ

ইসলামী গ্রন্থাবলি ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশনার ব্যাপক কাযক্রম পরিচালনার সুবিধার্থে ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর নিজস্ব একটি ছাপাখানা রয়েছে। একাধিক প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিদ্যমান ছাপাখানাকে আধুনিকীকরণ করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় প্রেসের জন্য পৃথক দ্বিতল একটি ভবন তৈরী করা হয়। পরবর্তীতে ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিদ্যমান ছাপাখানার উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১,৪৮৪.৫০ লক্ষ টাকার অত্যাধুনিক চারটি হাইডেলবার্গ, ১টি সিটিপি, ১টি কাটিং ও ১টি অটোমেটিক ফোল্ডিং মেশিন আমদানী করা হয়। ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে সংশোধিত (রিভাইজড) প্রকল্পের মাধ্যমে প্রেসে সংস্থাপন করা হয় ১টি ও.এম.আর. মিনি অফসেট মেশিন, ফয়েল প্রিন্টিং মেশিন, স্টিচিং মেশিন, ফ্লাড বেড স্ক্যানার, কম্পিউটার। এছাড়াও ডিজিটাল সিকিউরিটি সংক্রান্ত আর্চওয়ে মেটাল ডিটেক্টর, ভিডিও রেকর্ডিংসহ সিসি ক্যামেরা, এক্সেস কন্ট্রোল মেশিন সংযুক্ত করা হয়। ডিজিটাল সিকিউরিটিসহ অত্যাধুনিক প্রিন্টিং মেশিন সংস্থাপন হওয়াতে প্রেসটি একটি অত্যাধুনিক ছাপাখানায় পরিণত হয়েছে। ফলে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেসের উৎপাদন ৰমতা বহু গুন বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের অগ্রগতি নিম্নের সারণীতে দেয়া হ'ল।

ক্রম	কর্মকান্ডের বিষয়	অগ্রগতি/বাস্তবায়ন সংখ্যা
১।	বই ছাপানো হয়েছে	**১৮৭ টাইটেল**
২।	ছাপানো কাজের ফর্মার পরিমান	**৩৩৬০ ফর্মা**
৩।	ছাপানো কাজের ইম্প্রেসনের পরিমান	**৯৩ ,১৪,২৫০**

যাকাত বোর্ড ঃ

১৯৮২ সালের ৫ জুন যাকাত বোর্ড গঠন করা হয়। যাকাত বোর্ড পরিচালনা করার জন্য দেশের খ্যাতনামা মনীষীদের সমন্বয়ে গঠিত ১৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি রয়েছে। সরকার কর্তৃক গঠিত যাকাত ফান্ডে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে সমাজের অসহায় ও দুঃস্থদের স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে-(ক) টঙ্গী শিশু হাসপাতাল পরিচালনা, (খ) সেলাই প্রশিক্ষণ প্রকল্প, (গ) দরিদ্র শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ, (ঘ) মেধাবী ও দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান, (ঙ) রিক্সা/ভ্যান ও সেলাই মেশিন প্রদান, (চ) বিধবা পুনর্বাসনের লক্ষ্যে হাঁস-মুরগী/গরৰ ছাগল প্রদান, (ছ) নদী ভাঙ্গন এলাকায় গৃহহীনদের গৃহনির্মাণ, (জ) মোটর ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ প্রদান, (ঝ) ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে পুঁজি প্রদান ইত্যাদি। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের অগ্রগতির চিত্র :

১৩.	**যাকাত বোর্ড ঃ**	

	কর্মকান্ডের বিষয়	অগ্রগতি/বাস্তবায়ন সংখ্যা
১।	দুঃস্থ ও গরীবদের মধ্যে যাকাতের টাকা বিতরণ	১২৩০ জন
২।	যাকাত বোর্ড শিশু হাসপাতাল-টঙ্গী, গাজীপুর-এর মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা	২৬২০০ জন
৩।	সেলাই প্রশিক্ষণ সমাপ্তকারী দুঃস্থ মহিলাদের যাকাত ভাতা প্রদান	১১৩৮ জন
৪।	সেলাই প্রশিক্ষণ সমাপ্তকারী মুসলিম দুঃস্থ মহিলাদের মধ্যে সেলাই মেশিন প্রদান	১৮৯ জন
৫।	দুঃস্থ প্রতিবন্ধী পূর্নবাসন (পুরষ ও মহিলা)	৮০ জন
৬।	দুঃস্থ পুরষদের কর্মসংস্থান	১০০ জন
৭।	দুঃস্থ যাকাত ভাতা প্রদান (পুরষ ও মহিলা)	৬৫ জন
৮।	দুঃস্থ নও-মুসলিমদের স্বাবলম্বীকরণ (পুরষ ও মহিলা)	৫০ জন
৯।	দুঃস্থ ছাত্র/ছাত্রীদের শিষাবৃত্তি প্রদান	২০০ জন
১০।	দুঃস্থ ও রোগীদের চিকিৎসা আর্থিক সহায়তা প্রদান	১৭১ জন
১১।	৩টি পার্বত্য জেলার জন্য বিভিন্ন খাতে আর্থিক সহায়তা প্রদান	৬০জন
১২।	প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থদের ত্রাণ ও পুনর্বাসন সহায়তা প্রদান	৩৫৯১ জন
১৩।	প্রশিষণ প্রাপ্ত গরীব ইমামদের মধ্যে নার্সারী স্থাপন করার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান	৬৪ জন

বায়তুল মুকাররম মসজিদ কমপেৰক্স ঃ

রাজধানী ঢাকায় একটি বৃহৎ মসজিদ নির্মাণ এবং এর মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসার, ইসলামী পুস্তক ও সাময়িকী প্রকাশ, মুসলিম বেকারদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করণ, দারৰল উলূম ও দারৰল ইফতা প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ব্যাপক কর্মসূচিকে সামনে রেখে তৎকালীন মেজর জেনারেল ওমরাও খান এর পৃষ্ঠ পোষকতায় এবং আলহাজ্জ আবদুল লতিফ ইবরাহীম বাওয়ানী প্রমুখ শিল্পপতির উদ্যোগে ১৯৫৯ সালে 'বায়তুল মুকাররম সোসাইটি' নামক একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। মসজিদ নির্মাণ ও উলিৰখিত কর্মসমূহের ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য মসজিদ সংলগ্ন একটি মার্কেটও প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ১৯৬০ সালের ফেব্রৰয়ারি মাসে এ মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। বায়তুল মুকাররম কমপেৰক্স এর নকশা প্রণয়ন করেন প্রখ্যাত স্থপতি জনাব আবুল হোসেন থারিয়ানী। সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় এবং সৌদী সরকারের অর্থায়নে ৮.৩০ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত সাত তলাবিশিষ্ট এ মসজিদের শোভা বর্ধন এবং উন্নয়নের কাজ এখনও অব্যাহত রয়েছে। বর্তমানে মূল মসজিদ এবং উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব সাহান মিলিয়ে সর্বমোট পঁয়ত্রিশ সহস্রাধিক মুসলৰী একত্রে নামায আদায় করতে পারেন। মসজিদের অভ্যন্তরে ওযুর ব্যবস্থাসহ মহিলাদের জন্য পৃথক নামায কক্ষ ও পাঠাগার রয়েছে। মসজিদের নিচতলায় রয়েছে একটি বৃহত্তর মার্কেট কমপেৰক্স। উলেৰখ্য, রাজকীয় সৌদি সরকারের অর্থায়নে মসজিদ সম্প্রসারণ ও সৌন্দর্যকরণের কাজ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে।

আইসিটি সেল ঃ

(ক) সরকারের রূপকল্প ২০২১ এর আওতায় তথ্য অধিকার নিশ্চিত করণ এবং ই-গর্ভনেন্স চালুর লৰ্যে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম ডিজিটালে রূপান্তর ও ডিজিটাল আর্কাইভ স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। উক্ত প্রকল্পটি ৩০ জুন ২০১৩ তারিখে সমাপ্ত হয়। উক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের অর্জিত সাফল্য ও কার্যক্রম চলমান রাখার লৰ্যে দৰ জনবল দ্বারা একটি আইসিটি সেল স্থাপন করা হয়েছে। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের এবং ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে কম্পিউটার প্রশিৰণ প্রদানের জন্য ৩টি কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। ৩টি ল্যাবে মোট ১০০টি কম্পিউটার সংযোজন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় প্রতিষ্ঠিত ডিজিটাল আর্কাইভস কার্যক্রম চলমান রাখার জন্য ডিজিটাল আর্কাইভস স্টুডিও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

(খ) ইসলামী দাওয়াতী কার্যক্রমকে বেগবান করার লৰ্যে আলেম-ওলামাসহ সাধারণ জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করার জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয়সহ ৭টি বিভাগীয় কার্যালয়ে ভিডিও কনফারেন্স সিস্টেম চালু করা হয়েছে। বাংলাদেশের মসজিদ, মাজার, খানকা, হাফেজ ও ইমামদের তথ্য সমৃদ্ধ ডাটাবেইজ সফটওয়্যার তৈরী করা হয়েছে।

(গ) কম্পিউটার সফটওয়্যারের মাধ্যমে তথ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ঐঁসধহ জবংড়ঁৎপব গধহধমবসবহঃ ঝুংঃবস (ঐজগঝ) , অবপড়ঁহঃং গধহধমবসবহঃ ঝুংঃবস এবং মসজিদের তথ্য ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার তৈরী করা হয়েছে। উক্ত সফটওয়্যারের মাধ্যমে তাৎৰণিকভাবে হালনাগাদ তথ্য পাওয়ার পথ সুগম হয়েছে।

বাংলাদেশ হজ্জ অফিস, মক্কা

হজ্জ ব্যবস্থাপনার মূল কাজটি সম্পাদিত হয় সৌদি আরবের মক্কা আল-মোকাররমায়। সৌদি আরবের সার্বিক হজ্জ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্পাদনের দায়িত্ব কাউন্সেলর (হজ্জ)-এর উপর ন্যস্ত। হজ্জ সংশ্লিষ্ট মুয়াসসাসা অফিস, মোয়াল্লেম অফিস, সৌদি হজ্জ মন্ত্রণালয়, বাড়ী ও বাড়ীর মালিক, ইউটিলিটি সার্ভিস অফিসসমূহ মক্কায় অবস্থিত। কাউন্সেলর(হজ্জ) এর কার্যালয় (হজ্জ অফিস) জেদ্দায় কনসুলেট জেনারেল অব বাংলাদেশ ভবনে থাকার ফলে কাউন্সেলর(হজ্জ)-কে প্রতিনিয়ত জেদ্দা-মক্কা-জেদ্দা যাতায়াত করে হজ্জের কার্যক্রম সম্পাদন কতে হতো। এতে অহেতুক সময়ের ও সরকারি অর্থের অপচয় হতো। এ বিষয়টির গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় নিয়ে সুষ্ঠু হজ্জ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে হজ্জ অফিস জেদ্দা হতে মক্কায় স্থানান্তরিত হয়। হজ্জ মিশন মক্কায় স্থাপনের ফলে একদিকে যেমন হাজীরা তাঁদের প্রাপ্য সেবা দ্রুততম সময়ে পাচ্ছেন অন্যদিকে তেমনি বাংলাদেশ হজ্জ অফিসেরও হজ্জ ব্যবস্থাপনা সরাসরি তত্ত্বাবধান সহজতর হয়েছে।

হজ্জ অফিস, ঢাকা

পরিচিতি ঃ

অবিভক্ত ভারতে কলকাতায় পোর্ট হজ্জ কমিটির মাধ্যমে হজ্জ কার্যক্রম পরিচালিত হতো। ভারতবর্ষ বিভক্তির পর পাকিস্তান সরকার ১৯৪৮ সনে চট্টগ্রাম বন্দরে পোর্ট হজ্জ অফিস স্থাপন করে । পোর্ট হজ্জ অফিস ১৯৪৮ সনে পররাষ্ট্র বিষয়ক ও কমনওয়েলথ রিলেশানস মন্ত্রণালয়ে ন্যাস্ত ছিল। ১৯৬৫ সনে চড়ৎঃ ঐধলল ঙভভরপব যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের(ডাইরেক্টরেট জেনারেল পোর্টস অ্যান্ড শিপিং) অধীনে ন্যস্ত হয়। স্বাধীনতার পর হতে ১৯৮০ সন পর্যন্ত পোর্ট হজ্জ অফিস জলযান ও বিমান মন্ত্রণালয় এবং পরবর্তীতে বন্দর, জাহাজ চলাচল ও অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়ের (ডিপার্টমেন্ট অব শিপিং) অধীনে ন্যস্ত ছিল। ১৯৮০ সনে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় নবসৃষ্ট হয়ে চড়ৎঃ ঐধলল ঙভভরপব ঈযরঃঃধমড়হম ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত হয়।

স্বাধীনতার পর চট্টগ্রাম হতে সমুদ্রপথে হজ্জযাত্রী প্রেরণের পাশাপাশি ঢাকায় অস্থায়ী হজ্জক্যাম্প স্থাপন করে বিমানযোগেও হজ্জযাত্রী প্রেরণ করা হয়েছে। ১৯৮৫ সন হতে সামুদ্রিক জাহাজ না থাকায় সমুদ্রপথে হজ্জযাত্রী প্রেরণ বন্ধ রয়েছে। সমুদ্রপথে হজ্জযাত্রী পরিবহন বন্ধ থাকায় হজ্জ অফিসকে চট্টগ্রাম হতে ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়। বর্তমানে হজ্জ অফিস ঢাকা-এর মাধ্যমে হজ্জযাত্রী প্রেরণ করা হয়।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

- তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে হজ্জযাত্রীদের জন্য সুষ্ঠু ও গতিশীল হজ্জ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ।
- সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় গমনেচ্ছু হজ্জযাত্রী ও ওমরাহ যাত্রীকে সৌদি আরবে প্রেরণে সহযোগিতা প্রদান।

সাংগঠনিক কাঠামো ঃ

হজ্জ অফিসের প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বর্তমানে ১ জন পরিচালক, ১ জন সহকারী হজ্জ অফিসার, ৩য় শ্রেণীর ১১ জন এবং চতুর্থ শ্রেণীর ৭ জন কর্মচারী কর্মরত আছেন। এছাড়া প্রতি বছর হজ্জ মৌসুমে ৩য় শ্রেণীর ১৬ জন এবং ৪র্থ শ্রেণীর ৫ জন কর্মচারী অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হয়। স্থায়ী ও অস্থায়ী কর্মকর্তা এবং কর্মচারী মিলিয়ে হজ্জ অফিসের মোট অনুমোদিত জনবল ৪১ জন। হজ্জ অফিসের প্রশাসনিক ভবন আশকোনা, উত্তরা, ঢাকায় অবস্থিত।

কার্যাবলী ঃ

(১) হজ্জ অফিসের বাজেট প্রণয়ন, বাজেট পেশ ও বাজেট সমর্পন।

(২) হজ্জ অফিসের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ, পদোন্নতি প্রদান, টাইম স্কেল ও সিলেকশন গ্রেড প্রদান, শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, ছুটি, অবসর প্রদান, বিদেশ ভ্রমণ ইত্যাদি বিষয়ক ব্যবস্থা গ্রহণ।

(৩) প্রশাসনিক ব্যবস্থাদি যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করা।

(৪) হজ্জযাত্রীদের বিমানযোগে সৌদি আরব পেরণ।

(৫) হজ্জক্যাম্প তত্ত্বাবধান, হজ্জ মৌসুমে ক্যাম্প প্রস্তুতকরণ এবং ক্যাম্পে অবস্থানরত হজ্জযাত্রীদের সার্বিক তত্ত্বাবধান।

(৬) সৌদি আরব যাত্রার প্রাক্কালে হজ্জক্যাম্পে হজ্জযাত্রীদের আবাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ ও হজ্জক্যাম্পে প্রয়োজনীয় অন্যান্য সেবা প্রদান।

(৭) হজ্জ গাইড, নির্দেশিকা, চুক্তিপত্র, আবেদনপত্র, পরিচয়পত্র, কব্জিবেল্ট, কিটব্যাগ এবং অন্যান্য সামগ্রী মন্ত্রণালয় থেকে সংগ্রহ ও বিতরণ।

(৮) আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট ও ব্যাংক ড্রাফটসহ আবেদন গ্রহণ।

(৯) ভিসা সংগ্রহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

(১০) হজ্জযাত্রীদের আবেদনপত্র, পুলিশ ছাড়পত্র ও স্বাস্থ্যসনদ সংগ্রহ।

(১১) হজ্জযাত্রীদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রয়োজনে বেসরকারি এজেন্সির নিজস্ব উদ্যোগে প্রশিক্ষণে সহায়তা প্রদান।

(১২) হজ্জ সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার সাথে সমন্বয় ও হজ্জক্যাম্পে সেবাদানকারী অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধান।

(১৩) সরকারি ব্যবস্থাপনায় হাজীদের জন্য ঘোষিত প্যাকেজ অনুযায়ী সৌদি আরবে আবাসনবণ্টন এবং আবাসন বরাদ্দবণ্টন ওয়েবসাইটে প্রকাশ।

(১৪) তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে হজ্জ সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ, সরবরাহ এবং ওয়েবসাইট হালনাগাদের ব্যবস্থা গ্রহণ। আবেদনপত্র, চুক্তিপত্র, ডিজিটাল ফরম, গাইড বই, নির্দেশিকা, নির্বাচিত হজ্জযাত্রীদের তালিকা, তাঁদের ব্যক্তিগত তথ্য, হজ্জনীতি, হজ্জ প্যাকেজ ও বিমান সিডিউল সংগ্রহ; এ ছাড়াও হজ্জ এজেন্সির নিকট থেকে প্রাপ্ত হজ্জ বিষয়ক সফট্ কপিসহ হজ্জ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ওয়েবসাইটএ প্রকাশ। ওয়েবসাইটে হজ্জকালীন নিয়মিত বুলেটিন প্রকাশ ও আপডেট-এর ব্যবস্থা গ্রহণ। হজ্জ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত ওয়েবসাইট/ইন্টারনেটে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব প্রদান।

(১৫) হজ্জযাত্রীদের টিকা প্রদানসহ হজ্জক্যাম্পে চিকিৎসার জন্য হেলথসেন্টার স্থাপন, সৌদি আরবে হজ্জযাত্রীদের করণীয়, বিমান ভ্রমণ সম্পর্কে আরোহনকালীন হজ্জযাত্রীদের কর্তব্য, বিমানের টার্মিনালে আগমন-বহির্গমনকালীন ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতা সম্পর্কিত সুস্পষ্ট ধারণা প্রদানের জন্য হজ্জক্যাম্পে সিটিজেন চার্টার স্থাপন, প্রয়োজনে প্রজেক্টরের মাধ্যমে হজ্জযাত্রীদের অবহিত করণের ব্যবস্থা গ্রহণ ।

(১৬) সরকারি ব্যবস্থাপনার হজ্জ যাত্রীদের ফ্লাইট সিডিউল নির্ধারণ, টিকেট সংগ্রহ এবং বিতরণ ও এতদসংক্রান্ত কাজের সমন্বয়।

(১৭) হজ্জ এজেন্সি ও হজ্জযাত্রীদের মধ্যে উদ্ভূত সমস্যা নিরসনে পদক্ষেপ গ্রহণ।

(১৮) হজ্জযাত্রীরে কাসটমস, অন্যান্য কার্যক্রম হজ্জক্যাম্প হতে সম্পাদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসহ সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয়।

(১৯) ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে হজ্জযাত্রীদের গমন ও প্রত্যাগমনের সংখ্যা অবহিত হয়ে উক্ত তথ্য মক্কাস্থ হজ্জ অফিসে প্রেরণ।

(২০) হজ্জ ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত সরকার কর্তৃক অর্পিত যে কোন দায়িত্ব পালন।

(২১) সরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রতি ৪৫জন হজ্জযাত্রীর জন নিয়োজিত একজন গাইডের ভিসা/ডিকেট এবং আবাসন এর ব্যবস্থা গ্রহণ। স্ব স্ব দলের সাথে গাইডের অবস্থান নিশ্চিতকরণ।

(২২) হজ্জ অফিস মক্কা/মদিনা কর্তৃক নিয়োগকৃত আইটি ফার্মের মাধ্যমে হজ্জকর্মীদের নাম/ঠিকানা ও দায়িত্ববণ্টন আদেশ সংগ্রহ করে তা সংশ্লিষ্ট হজ্জ গাইডদের প্রদান করা এবং হজ্জ গাইডদের দায়িত্ববণ্টন আদেশ মক্কা/মদিনা মিশনে জানানো যাতে হজ্জকর্মীগণের সাথে গাইডদের কাজের সমন্বয় থাকে।

(২৩) সৌদি আরবে মৃত্যুবরণকারী হাজীর অব্যবহৃত বিমান টিকেটের মূল্য বিমান কর্তৃপক্ষের নিকট হতে সংগ্রহ করে মৃতের নমিনীকে প্রদান।

(২৪) সৌদি আরবে দূর্ঘটনাজনিত কারণে মৃত্যবরণকারী হাজীর জীবন ক্ষতিপূরণ আদায় পূর্বক নমিনীকে ফেরত প্রদান।

(২৫) হাজীদের মৃত্যু সংবাদ মৃতের নমিনীকে অবহিতকরণ।

(২৬) ওমরাহ ব্যবস্থাপনায় ওমরাহ যাত্রীদের সৌদি ভিসা প্রক্রিয়াকরণ।

(২৭) ওমরাহ লাইসেন্স ও অন্যান্য ডকুমেন্ট সত্যয়ন।

(২৮) ওমরাহ বিষয়ে সৌদি দূতাবাস, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ দূতাবাস, সৌদি আরব এবং কনসল জেনারেল জেদ্দা এর সাথে যোগাযোগ।

(২৯) চট্টগ্রাম হাজীক্যাম্প এর ৯.৩৫ একর জমি ও সম্পত্তির তত্ত্বাবধান।

(৩০) চট্টগ্রাম হাজীক্যাম্পের দালান কোঠা বিভিন্ন সরকারী দপ্তর/সংস্থার নিকট ভাড়া প্রদান এবং ভাড়া আদায়।

বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ প্রশাসন

পরিচিতি ঃ

বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ প্রশাসন একটি ধর্মীয়, সামাজিক ও সেবামূলক স্ব-শাসিত সংস্হা। বিগত ১৯৩৪ সালের বেঙ্গল ওয়াক্‌ফ এ্যাক্ট এর মাধ্যমে এ সংস্থার সৃষ্টি হয়। বর্তমানে ১৯৬২ সনের ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশ অনুযায়ী বাংলাদেশ ওয়াকফ প্রশাসন পরিচালিত হয়।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

ওয়াকিফের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন সহ ওয়াক্‌ফ এষ্টেট সমূহের তদারকি, নিয়ন্ত্রন ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করাই এ সংস্হার মূল লক্ষ্য।

সাংগঠনিক কাঠামো ঃ

বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ প্রশাসন ৪ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকায় নিজস্ব ভবনে অবস্থিত। অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদিত পদ ৪৮টি ঃ ১ (এক) জন ওয়াক্‌ফ প্রশাসক, ২(দুই) জন উপ ওয়াক্‌ফ প্রশাসক, ৭(সাত) জন সহকারী ওয়াক্‌ফ প্রশাসক এবং অন্যান্য ৩৮ জন সাপোর্টিং স্টাফ। এছাড়া ২১টি জেলা কার্যালয় রয়েছে । প্রতিটি জেলা কার্যালয়ে ১ জন পরিদর্শক, ১ জন নিরীক্ষক, ১ জন এম.এল.এস.এস রয়েছে। জেলা কার্যালয়সমূহের মোট অনুমোদিত জনবল ৬৩ জন।

তহবিল ঃ ওয়াকফ্ পশাসনের বর্তমানের তালিকাভূক্ত ওয়াকফ্ এস্টেটের সংখ্যা ২০,৪৩৯টি ওয়াকফ্ প্রশাসনের আয়ের প্রধান উৎস তালিকাভুক্ত ওয়াকফ্ এস্টেটগুলোর বার্ষিক নীট আয়ের ৫% হারে আদায়কৃত ওয়াকফ চাঁদা । ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ৫ কোটি ৪১ লৰ ২১ হাজার টাকা চাঁদা আদায় হয়েছে।

কার্যাবলী ঃ

১৯৩৪ সালের বেঙ্গল ওয়াক্‌ফ এ্যাক্টের মাধ্যমে ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের সৃষ্টি হয় এবং উক্ত আইনবলে ওয়াক্‌ফ কমিশনারের কলিতাকাস্থ কার্যালয়ে ওয়াক্‌ফ এস্টেটসমূহ তালিকাভূক্তির কার্যক্রম শুরু হয়। অতঃপর ওয়াক্‌ফ এস্টেটসমূহের প্রশাসন, নিয়ন্ত্রণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশ-১৯৬২ জারী করা হয়। উক্ত অধ্যাদেশ অনুযায়ী বর্তমানে ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের আওতায় নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদিত হয়ে থাকে।

(ক) ওয়াক্‌ফ এস্টেটসমূহের অন্তর্ভূক্ত সম্পত্তির জরিপ কার্যক্রম গ্রহণ করে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি চিহ্নিত করণ।

(খ) ওয়াক্‌ফ এস্টেটসমূহের ব্যবস্থাপনা এবং ইহার তহবিল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কমিটি গঠনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(গ) বিশ্বাস ভঙ্গ, মন্দ ব্যবস্থাপনা, অবৈধ কার্য, তহবিল তছরূপ ইত্যাদি কারণে মোতাওয়াল্লীকে অপসারণ এবং কোন এস্টেটের মোতাওয়াল্লী শূন্য থাকলে উক্ত এস্টেটে মোতাওয়ালী নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(ঘ) ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি সরকারের অনুমতিক্রমে এবং ওয়াক্‌ফের উন্নতিকল্পে ও হিতার্থে ইহার যে কোন অংশ হস্তান্তরের অনুমতি প্রদান। বর্তমানে এ সংক্রান্ত একটি বিধিমালা প্রণয়নের কাজ চলছে।

(ঙ) বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে কোনমাজার, ঈদগাহ, ইমামবাড়া বা অন্য কোন ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির প্রশাসন, নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ।

(চ) ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের আদেশের বিরুদ্ধে জেলা জজ আদালতে কিংবা মহামান্য সুপ্রম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ/মাননীয় আপীল বিভাগে দায়েরকৃত মামলা-মোকদ্দমা সরকারের পক্ষে পরিচালনা।

(ছ) ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশ-১৯৬২ এর ৩৬ ধারা মোতাবেক জেলা প্রশাসক অথবা অন্য কোন প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রশাসকের ক্ষমতা প্রয়োগ।

(জ) অ-তালিকাভুক্ত ওয়াক্‌ফ এস্টেট তালিকাভুক্তির ব্যবস্থা গ্রহণ।

(ঝ) ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশ-১৯৬২ অনুসারে কোন সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ কিনা এতদসম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রদান।

(ঞ) মোতাওয়াল্লী কর্তৃক দাখিলকৃত ওয়াক্‌ফ এস্টেটের আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষা করা ও অডিট প্রতিবেদনের উপর প্রয়োজনীয় আদেশ প্রদান।

(ট) জেলা প্রশাসকের প্রশাসকের মাধ্যমে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি হতে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণ এবং ওয়াক্‌ফ এস্টেট সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ।

(ঠ) ওয়াক্‌ফ এস্টেটের মোতাওয়াল্লী/কমিটির নিকট হতে প্রতি বছর সংশ্লিষ্ট ওয়াকফের নীট আয়ের ৫% হারে ওয়াক্‌ফ চাঁদা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(ড) ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশ-১৯৬২ এর ৭৩ ও ৭৪ ধারা অনুযায়ী ওয়াক্‌ফ তহবিল-এর বিনিয়োগ ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

(ঢ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির স্বার্থ রক্ষার্থে মামলা দায়ের।

(ণ) সরকার কর্তৃক ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি হুকুম দখল/অধিগ্রহণের অর্থ জেলা প্রশাসকের নিকট হতে গ্রহণ করত: যথাযথভাবে বিনিয়োগ। উক্ত অর্থ দ্বারা এস্টেটের নামে সম্পত্তি ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(ত) ওয়াক্‌ফের যথাযথ নিয়ন্ত্রণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রশাসনের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় কার্য সম্পাদন।

(থ) ওয়াক্‌ফ এস্টেটসমূহের প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে এবং সহজ উপায়ে সেবা প্রদান নিশ্চিত করার নিমিত্ত ''ওয়াক্‌ফ এস্টেটসমূহের ডাটাবেইজ প্রস্তুতকরণ, আধুনিকীকরণ ও কম্পিউটারায়ন''শীর্ষক কর্মসূচি গ্রহণ।

উন্নয়ন পরিকল্পনা ঃ

(ক) ওয়াকফ্‌এস্টেট তালিকাভুক্তকরণ : সারা বাংলাদেশে দেড় লাখের উপর ওয়াক্‌ফ এষ্টেট আছে। এর মধ্যে ২০,২১৬ টি ওয়াক্‌ফ এষ্টেট তালিকাভূক্ত আছে। লোকবলের অভাবে সমস্ত এষ্টেটগুলি এ প্রশাসনে তালিকাভূক্তি করা যায়নি। ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের কার্যক্রম আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে এর জনবল বৃদ্ধির প্রয়োজনে সাংগঠনিক কাঠামো পরিবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত সাংগঠনিক কাঠামো বর্তমানে অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। বিগত বছরগুলিতে গড়ে প্রতি বছরে ১১০ টি এস্টেট তালিকাভুক্তি হয়েছে। বর্তমান সরকারের বিগত ৫ (পাঁচ) বছরে এ প্রশাসনে ওয়াক্‌ফ এস্টেট তালিকাভুক্তির সংখ্যা ৭০৩টি। এছাড়াও পূর্বের তালিকাভুক্ত ওয়াক্‌ফ এষ্টেটের মোতাওয়াল্লী মৃত্যুবরণ করায় বিগত ৫ (পাঁচ) বছরে ৭০৫টি এষ্টেটের মোতাওয়াল্লী নিয়োগ করা হয়েছে। নতুন এস্টেট তালিকাভূক্তির ফলে আগামী অর্থ বছরে ওয়াক্‌ফ চাঁদার পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাবে। এ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(খ) ওয়াকফ্‌এস্টেটের উন্নয়ন : ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের সকল কর্মকান্ড ডিজিটাল প্রক্রিয়ার মধ্যে আনয়নের লক্ষ্যে ওয়াক্‌ফ এষ্টেট সমূহের ডাটাবেইজ প্রস্তুতকরণ, আধুনিকাকরণ ও কম্পিউটারায়ন শীর্ষক কর্মসূচি গ্রহন করা হয়েছে। এই কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন হলে সকল ওয়াক্‌ফ এস্টেট কম্পিউটার নেটওয়ার্কের আওতাভূক্ত হবে । যার ফলে ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের কর্মকান্ড পরিচালনা সহজতর হবে এবং জনগণকে সেবা প্রদান নিশ্চিত হবে। এ কর্মসূচিটির আওতায় ৭০টি কম্পিউটার, ২টি সার্ভার, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সংগ্রহ সহ একটি কম্পিউটার সেল গঠন করা হয়েছে। উক্ত কর্মসূচীর আওতায় বাংলাদেশের ৪৮৭টি উপজেলা মাঠ পর্যায়ের ওয়াক্‌ফ এষ্টেটসমূহের তথ্য সংগ্রহের জন্য কাজ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। সারা বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ ওয়াক্‌ফ এষ্টেটের উন্নয়নের জন্য ইতোমধ্যে তথ্যাবলী সংগ্রহ করে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ ও কক্সবাজারের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক এষ্টেট উন্নয়নের জন্য উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এ সকল এষ্টেটের জমিতে পরিকল্পিত উপায়ে বহুতল বিশিষ্ট বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ করা গেলে এষ্টেটের তথা ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের আয় বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে এবং এ আয় ওয়াক্‌ফের উদ্দেশ্য সাধন এবং দেশের দরিদ্র জনগনের কল্যাণে ব্যয় করা সম্ভব হবে। এতদুদ্দেশ্যে "ওয়াক্‌ফ (সম্পত্তি হস্তান্তর ও উন্নয়ন) বিশেষ বিধান আইন ২০১৩" মহান জাতীয় সংসদে পাস হয়েছে। তাছাড়া Waqfs (Amendment) Act, 2013 ও মহান জাতীয় সংসদে পাস হয়েছে।

(গ) ওয়াকফ্‌ এস্টেটের সম্পত্তি উদ্ধার : ওয়াক্‌ফ এষ্টেটের অনেক সম্পত্তি অবৈধভাবে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে হাল জরিপকালে মোতাওয়াল্লীগণের ওয়ারিশ এবং অন্য কোন ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের নামে রেকর্ড করা হয়েছে। এ সকল সম্পত্তি উদ্ধারকল্পে সঠিক পরিসংখ্যান জানার জন্য ব্যাপক ভিত্তিক জরিপ/শুমারীর কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। অবৈধভাবে হস্তান্তরিত এবং বেহাত হওয়া সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে গঠিত জেলা ওয়াক্‌ফ উন্নয়ন কমিটির সভায় এ সকল বেহাত হওয়া ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি চিহ্নিত করে তা উদ্ধারের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

বিগত ৫ বছরের অর্জন ঃ

(ক) ওয়াকফ্‌ প্রশাসনের নিউ ইস্কাটুনস্থ নিজস্ব জমিতে ২০ তলা ভিত সম্বলিত ৫ তলা ওয়াকফ্‌ প্রশাসন ভবন নির্মিত হয়েছে।

(খ) ওয়াকফ্‌ এস্টেটসমূহের উন্নয়নের লব্যে ওয়াকফ্‌ সম্পত্তির উন্নয়ন সাধন ও হস্থান্তর নিয়ন্ত্রণকাজে '' ওয়াকফ্‌(সম্পত্তি হস্তান্তর ও উন্নয়ন) বিশেষ বিধান আইন ২০১৩" কার্যকর হয়েছে।

(গ)ওয়াকফ্‌ এস্টেট সমূহের ডাটাবেজ প্রস্তুতকরণ, আধুনকীকরন ও কম্পিউটারায়ন শীর্ষক ৩ বছর মেয়াদী (২০১০-১৪ সন) একটি কর্মসুচী বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

(ঘ) ওয়াকফ্‌ প্রশাসনের অধীন ৩৭, নবাব কাটারা নিমতলী, ৮(আট) কাঠা জায়গার উপর ওয়াকফ্‌ প্রশাসনের কর্মচারীদের আবাসনের জন্য বহুতল বিশিষ্ট ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

(ঙ) চট্টগ্রাম জেলার ২১ নুর আহম্মদ সড়ক সংলগ্ন হাফেজ মোহাম্মদ সাদেক ওয়াকফ্‌ এস্টেটের উন্নয়নের জন্য বহুতল বিশিষ্ট ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

পরিচিতি ঃ

বাংলাদেশের হিন্দু ধর্মীয় জনগোষ্ঠির ধর্মীয় কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে ১৯৮৩ সালে ৬৮নং অধ্যাদেশবলে 'হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট' গঠিত হয়। এটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একটি সংবিধিবদ্ধসংস্থা।

কার্যাবলী ঃ

(ক) হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় কল্যাণ প্রতিবিধান করা;

(খ) হিন্দু ধর্মীয় উপাসনালয়ের রক্ষণাবেক্ষন ও প্রশাসনের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান;

(গ) হিন্দু ধর্মীয় উপাসনালয়ের পবিত্রতা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং

(ঘ) অত্র অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য সাধনে অন্যান্য কার্যাবলি সম্পাদন। সরকার প্রদত্ত স্থায়ী আমানতের সুদ, দান ও অনুদান এবং ট্রাস্টিবোর্ড অনুমোদিত অন্যান্য উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ সমন্বয়ে ট্রাস্টের নিজস্ব তহবিল পরিচালনা।

বোর্ড অব ট্রাস্টি ঃ

ট্রাস্ট অধ্যাদেশ অনুসারে ট্রাস্টের পরিচালনা ও প্রশাসনের দায়িত্বভার সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একটি ট্রাস্টি বোর্ডের উপর ন্যস্ত। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী পদাধিকার বলে বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং দেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের ১জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ভাইস-চেয়ারম্যান ও সরকার কর্তৃক মনোনীত ২০জন বিশিষ্ট ব্যক্তি এ ট্রাস্টের সদস্য। মোট ২২জন সদস্য নিয়ে বোর্ড অব টাস্টি গঠিত।

প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা ঃ

ট্রাস্টের স্থায়ী আমানত তহবিল হতে প্রাপ্ত সুদ দিয়ে ট্রাস্টের প্রশাসনিক ব্যয় ও মন্দির সংস্কার ও মেরামত এবং দুঃস্থদের বার্ষিক অনুদান প্রদান করা হয়।

ট্রাস্টের প্রশাসনিক অফিস ১/আই, পরিবাগ, শাহবাগ, ঢাকায় অবস্থিত। অফিস প্রশাসন ও কার্য পরিচালনার জন্য বর্তমানে ১জন সচিব, ১জন ফিল্ড অফিসার, ১জন পি,এ, ১জন হিসাব রক্ষক, ১জন সহকারী হিসাব রক্ষক কাম ক্যাশিয়ার, ১জন অফিস সহকারী, ১জন গাড়ী চালক এবং ২জন এম,এল,এস,এস, ১জন নাইট গার্ড ও ১জন ক্লিনার কর্মরত রয়েছে।

তহবিল ঃ ট্রাস্টের স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ২১ কোটি টাকা । স্থায়ী আমানতের লভ্যাংশের অর্থ হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও দুঃস্থ ব্যক্তিকে অনুদান হিসাবে প্রদান করা হয়ে থাকে।

বিগত ৫ বছরে উল্লেখ্যযোগ্য কার্যক্রম ঃ

হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও দুঃস্থদের মধ্যে অনুদান বিতরণ: সরকার প্রদত্ত স্থায়ী আমানতের বার্ষিক লভ্যাংশের (সুদ) অর্থ দ্বারা ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত ৬,৩১৮টি হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ৫,২৩,৮০,৬০০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া **অত্র ট্রাস্ট হতে হিন্দু ধর্মাবলম্বী ২২৪০ জন দুঃস্থ ব্যক্তির মধ্যে অনুদান হিসেবে** ৮৪,২৩,৫০০ **টাকা বিতরণ** করা হয়েছে।

শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক সহায়তা বিতরণ: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে হিন্দুদের বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব শারদীয়া দুর্গাপূজায় বিতরণের জন্য ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ১,৫০,০০,০০০ (এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা প্রদান করা হয়। ২০০৯ সাল হতে ২০১৩ পর্যন্ত মোট ৭ কোটি টাকা দেশের বিভিন্ন পূজা মন্ডপে বিতরণ করা হয়েছে।

হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের নিয়মিত কার্যক্রম ঃ প্রতি বছরে পর্বভিত্তিক আলোচনা সভার আয়োজনের সূত্রপাত ঘটে। 'রথযাত্রা' পর্বে এবং 'মহালয়া' পর্বে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে হিন্দুধর্মীয় পর্বভিত্তিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সর্বশেষ ১৪ই অক্টোবর ২০১৩ তারিখে 'মহালায়া' উপলক্ষে স্থানীয় হামদর্দ মিলনায়তনে দ্বিতীয় পর্বভিত্তিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় ।

জাতীয় এবং ধর্মীয় দিবসসমূহ উদযাপন : প্রধান কার্যালয়সহ ঢাকা শহরের উল্লেখযোগ্য মন্দিরসমূহে এবং দেশের প্রায় পাঁচ হাজার প্রাক-প্রাথমিক শিশু ও গণশিক্ষা কেন্দ্রে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, মহান বিজয় দিবস, জাতীয় শোকদিবস ও বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা

হয়েছে। প্রয়াত মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ জিলব্বুর রহমানের আকস্মিক মৃত্যুতে ট্রাস্টে বিশেষ শোক সভার আয়োজন করা হয়।

ছবি : বঙ্গবন্ধুর ৩৭তম শাহাদাৎ বার্ষিকী জাতীয় শোক দিবসে হিন্দু কল্যাণ ট্রাস্টের প্রধান কার্যালয়ে প্রার্থনা সভা।

ছবি : প্রধান কার্যালয়ে ঢাকা জেলার শুভ জন্মাষ্টমী উপলৰে আলোচনা সভা ও প্রার্থনা।

ছবি : মহান বিজয় দিবসের আলোচনা সভায প্রার্থনা পরিচালনা করছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী শ্রী মনোরঞ্জন ঘোষাল। মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন বিচারপতি গৌরগোপাল সাহা, শ্রী হীরালাল বালা ও শ্রী প্রণব চক্রবর্তী।

জেলা পর্যায়ে জাতীয় শোক দিবস উদযাপন :
প্রথমবারের মত ২০১২-১৩ অর্থ বছরের সরকারি রাজস্ব বরাদ্দে জেলা পর্যায়ে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যানারে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাৎ বার্ষিকীতে জাতীয় শোকদিবস পালন করা হয়েছে।

জেলা পর্যায়ে শুভ জন্মাষ্টমী উদযাপন : প্রথমবারের মত ২০১২-১৩ অর্থ বছরের সরকারি রাজস্ব বরাদ্দে জেলা পর্যায়ে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যানারে জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সিলেট জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে শ্রীকৃষ্ণের শুভ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত

পিরোজপুর জেলায় শুভ জন্মাষ্টমীর র‍্যালীতে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির অন্যতম সদস্য মাননীয় সংসদসদস্য জনাব এ কে এম এ আউয়াল এম.পি

অন্যান্য কর্মকান্ড :

ওয়েবসাইট : তথ্যপ্রযুক্তির সুফল পাওয়ার লক্ষ্যে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে ২০১২-১৩ অর্থবছরে নিজস্ব ডায়নামিক ওয়েবসাইট ীীী.যরহফঁঃৎঃ.মড়া.নফ চালু করা হয়েছে। এ ওয়েবসাইট দেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় কর্মকান্ডে সরকারী উদ্যোগ ব্যাপক ভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করেছে।

হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের প্রকাশনা: ২০১২ সালের জুন মাসে প্রকাশিত ট্রাস্টের আইন ও বিধি নিয়ে ইংরেজীতে সংকলিত 'বুকলেট' ট্রাস্ট সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। একই সময়ে প্রকাশিত ট্রাস্টের ব্রুশার সারাদেশে বিতরণ করা হয়েছে।

ধর্মীয় পতিষ্ঠানের তালিকাভুক্তি ও সনদপত্র প্রদান ঃ দেশের হিন্দুধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা নিরূপণ ও তালিকাভুক্তির কাজ চলছে। তালিকাভুক্ত পতিষ্ঠানগুলোকে একটি করে সনদপত্র প্রদান করা হয়েছে।

গীতা পাঠক মনোনয়ন ঃ সরকারী বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পবিত্র গীতা থেকে পাঠ করার জন্যে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট গীতাপাঠক মনোনয়ন প্রদান করেছে।

হিন্দু ধর্মীয় নেতাদের প্রশিক্ষণ : বৈদেশিক দাতা সংস্থার (টঘঋচঅ) আর্থিক সহায়তায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের "মানব সম্পদ উন্নয়ন" কার্যক্রমের আওতায় ২,৬০০ ধর্মীয় নেতাকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন মুলক বিষয়ে এবং "নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ধর্মীয় নেতাদের সম্পৃক্তকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় অত্র ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনায় ৩৬০জন হিন্দু ধর্মীয় নেতাকে প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়েছে।

দেবোত্তর সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা আইনের খসড়া উপস্থাপন : হিন্দু সম্প্রদায়ের দীর্ঘদিনের দাবী ও চাহিদার প্রতি সমর্থন জানিয়ে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে অত্র ট্রাস্ট দেবোত্তর সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা আইন এর খসড়া তৈরী করে। একটি বিশেষজ্ঞ কমিটির মাধ্যমে ২০১৩ সালের হিন্দু ধর্মীয় সরকারী ছুটি সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয়। প্রতিবছর শুভ জন্মাষ্টমী ও শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে **মহামান্য রাষ্ট্রপতি** কর্তৃক হিন্দু ধর্মীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠান আয়োজনে অত্র ট্রাস্ট নির্দেশানুযায়ী প্রয়োজনীয় সহায়তা করে আসছে। এছাড়া দেবোত্তর সম্পত্তি উদ্ধার, আইন-শৃঙ্খলা রৰা, হিন্দুদের সামাজিক সমস্যা সমাধানে এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের কল্যাণার্থে বিভিন্ন কার্যক্রমে সম্মানিত ট্রাস্টিগণ নিজ নিজ এলাকায় স্থানীয় প্রশাসনকে সহযোগিতা করে আসছেন।

বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

পরিচিতি ঃ

দেশের বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে ১৯৮৩ সনের ৬৯ নম্বর রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ-এর ৩ ধারার বিধান অনুসারে ১৬ জানুয়ারী, ১৯৮৪ সনে বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠিত হয়।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

(১) বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় কল্যাণ সাধন।

(২) বৌদ্ধ ধর্মীয় উপাসনালয়ের রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রশাসনের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান।

(৩) বৌদ্ধ ধর্মীয় উপাসনালয়ের পবিত্রতা রক্ষার জন্য প্রযোজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

(৪) প্রয়োজনীয় বিবেচনায় অন্যান্য কার্য বা বিষয়াদি সম্পাদন।

বোর্ড অব ট্রাস্টি

ট্রাস্ট অধ্যাদেশ- এর ৪ ও ৫ ধারার বিধান অনুসারে ট্রাস্টের পরিচালনা ও প্রশাসনের দায়িত্বভার সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একটি ট্রাস্টি বোর্ডের উপর ন্যস্ত। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী পদাধিকার বলে বোর্ডের চেয়ারম্যান। দেশের বৌদ্ধ অধ্যুষিত এলাকাসমূহ হতে মনোনীত বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ১জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে ভাইস-চেয়ারম্যান ও সরকার কর্তৃক মনোনীত ৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি এ ট্রাস্টের সদস্য। মোট ৭(সাত) সদস্য নিয়ে ট্রাস্টি বোর্ড গঠিত।

তহবিল ঃ

১৯৮৪ সালে তৎকালিন সরকার এক কোটি টাকার আমানত তহবিল বরাদ্দ প্রদান করে এবং উক্ত তহবিল থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ দিয়ে ট্রাস্টের কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে সরকার ১৯৯৫ সালে ১ (এক) কোটি, ২০০১ সালে আরও ১ (এক) কোটি টাকা এবং বর্তমান মহাজোট সরকার ২০১১ সালে ১(এক) কোটি ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা এবং চলতি বছরে(২০১৩ খ্রিঃ) ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করার ফলে বর্তমান ট্রাস্ট তহবিলের পরিমান ৫.০০ (পাঁচ) কোটি টাকা।

প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা ঃ

ট্রাস্টের স্থায়ী আমানত তহবিল হতে প্রাপ্ত সুদ দিয়ে ট্রাস্টের প্রশাসনিক ব্যয় ও বৌদ্ধ বিহার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও উপসনালয়ের সংস্কার, মেরামতের জন্য বার্ষিক অনুদান প্রদান করা হয়।

ট্রাস্টের প্রশাসনিক অফিস ঢাকাস্থ সবুজবাগ থানাধীন ধর্মরাজিক বৌদ্ধ মহাবিহার কমপ্লেক্স এ ধর্মরাজিক স্কুল ভবনে অবস্থিত। অফিস প্রশাসন ও কার্য পরিচালনার জন্য বর্তমানে ১জন সচিব, ১জন উপ-পরিচালক, ১জন হিসাব রক্ষক, ১জন আইটি সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর, ১জন অফিস সহকারী, ১জন গাড়ী চালক এবং ১জন এম,এল,এস,এস কর্মরত রয়েছে।

বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে সরকারে সদিচ্ছা ও সক্রিয় সহযোগিতায় ট্রাস্টের কার্যক্রম ও কর্ম-তৎপরতা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি করেছে। এর ফলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার প্রসার বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কার্যক্রম তৃণমূল পর্যায়ে আরও অধিকতর বিস্তৃতি ঘটানোর লক্ষে চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি,কক্সবাজার, বরগুনা ও পটুয়াখালী অঞ্চলে ট্রাস্টের শাখা অফিস স্থাপনের কাজ সুসম্পন্ন হয়েছে এবং প্রত্যেক জেলা অফিসে একটি করে পাঠাগার/গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করার কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। শাখা অফিস সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রত্যেক শাখায় ১ জন পরিদর্শক, ১ জন অফিস সহকারী এবং একজন এম এল এস এসসহ ৩ জন করে ৬টি শাখায় মোট ১৮ (আটার) টি নতুনপদ সৃষ্টি বোর্ড সভায়

অনুমোদন করা হয়েছে । ইতোমধ্যে, প্রত্যেক জেলা শাখা অফিসের জন্য একজন করে ৬(ছয়)টি অফিসের জন্য ৬(ছয়) জন খন্ড কালিন লোক নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

কার্যক্রম ঃ

বৌদ্ধ ধর্মীয় উপসনালয়ের রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে বৌদ্ধ ধর্ম চর্চার ক্ষেত্র তৈরী, সামগ্রিক উন্নয়ন, উপাসনালয়ের পবিত্রতা রক্ষা প্রভৃতি কার্যগুলো সুচারুরূপে সম্পাদনের লক্ষে যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহন করাই এই ট্রাস্টের প্রথম ও প্রধান কাজ। বর্তমান গণতান্ত্রিক মহাজোট সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে সরকারের সদিচ্ছা ও সক্রিয় সহযোগিতায় ট্রাস্ট এর কার্যক্রম ও কর্ম তৎপরতা ব্যাপক বিস্তি লাভ করেছে। এর ফলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার প্রসার বৃদ্ধি পেয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মীয় ঐতিহাসিক পটভূমি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বাংলাদেশের ঘরে ঘরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। বর্তমান ট্রাস্টি বোর্ড পূর্নগঠনের পর ট্রাস্ট কার্যক্রমে নবজাগরণের সূচনা হয়েছে, যা দিন দিন বেগবান হচ্ছে। বর্তমানে বৌদ্ধ বিহার/প্যাগোডার সংখ্যা ৩০০০ (তিন হাজার) এর অধিক। ট্রাস্টের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী নিম্নরূপ:

উপসনালয় সংস্কার ও মেরামত ঃ

দেশের শহর, বন্দর ও গ্রামাঞ্চলের বৌদ্ধ বিহার/প্যাগোডা/ উপসনালয়ের সংস্কার ও মেরামতের জন্য বার্ষিক অনুদান প্রদান করা হয়। চলতি ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে বৌদ্ধ বিহার/প্যাগোডা/ উপসনালয়ের সংস্কার ও মেরামতের জন্য ৩৬৩টি বৌদ্ধ বিহারে ৪৫,০০,০০০/-(পয়ঁতাল্লিশ লক্ষ)টাকা এক কালিন অনুদান প্রদান করা হয়। মহাজোট সরকার দায়িত্বভার গ্রহণের পর থেকে ট্রাস্ট বোর্ড সর্বমোট ১৭৪৯ টি বৌদ্ধ বিহারের জন্য মোট ১কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা অনুদান বিতরণ করেছে।

বৌদ্ধ ভক্ষু ও দুঃস্থদের আর্থিক সহায়তা ঃ

দেশের অস্বচ্ছল বৌদ্ধ বিহারের আবাসিক ভিক্ষু/শ্রমনের চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদানের নতুন খাত সৃজন করা হয়েছে। এখাত হতে প্রতিবছর অস্বচ্ছল বৌদ্ধ বিহারের আবাসিক ভিক্ষু/শ্রমনের চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়ে থাকে। এ যাবৎ ২(দুই) জন বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ২(দুই)জন গৃহীকে চিকিৎসার জন্য মোট ৬০,০০০.০০ (ষাট হাজার) টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা ও প্রবারণা পূর্ণিমা উদ্‌যাপন ঃ

বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর হতে শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা ও প্রবারণা পূর্ণিমা উদ্‌যাপন তথা দানোত্তম কঠিন চীবর দান উৎসব উদ্‌যাপনের জন্য প্রতিবছর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে বিশেষ অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে। শুভ বুদ্ধপূর্ণিমা ও প্রবারণা পূর্ণিমা উদ্‌যাপন তথা দানোত্তম কঠিন চীবর দান উৎসব উদ্‌যাপন উপলক্ষে উপলৰে ২০০৯ হতে ২০১৩ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা অনুদান পাওয়া গেছে। উক্ত অনুদানের অর্থ যথাসময়ে দেশের বিভিন্ন অস্বচ্ছল বৌদ্ধ বিহারে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিতরণ করা হয়েছে।

বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও বৌদ্ধ শ্মশান এর তালিকা ঃ

দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান তথা বৌদ্ধ বিহার/প্যাগোডা/ ক্যাং/চৈত্য ও বৌদ্ধ সার্বজননীন শ্মশানের হালনাগাদ সংখ্যা নিরূপন ও তালিকাভূক্তির কার্যক্রম চলছে। দেশের সকল বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে ট্রাস্টের কার্যক্রমের আওতায় আনার কাজ অব্যাহত রয়েছে।

ওয়েব-সাইট ঃ

তথ্য প্রযুক্তির সুফল জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর লক্ষে বর্তমান সরকারের **"ভিশন-২০২১"** বাস্তবায়নের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে অবাধ তথ্য প্রবাহ আদান প্রদানের জন্য বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের একটি নিজস্ব ওয়েব-সাইট (ïïï.নঁফফযরংঃৎঁংঃনফ.ড়ৎম) চালু করা হয়েছে। এ ওয়েব-সাইট দেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যাবে।

জাতীয় দিবস ও ধর্মীয় উৎসব :

দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বৌদ্ধ বিহার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও উপসনালয়ে জাতীয় দিবস ও বৌদ্ধ ধর্মীয় উৎসবসমূহ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপনের জন্য সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়ে থাকে। এসব জাতীয় দিবস ও ধর্মীয় দিবসে দেশের সকল বৌদ্ধ বিহার/ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান / উপসনালয়ে জাতির অগ্রগতি, সমদ্ধি ও সকলের সুখ-শান্তি কামনা করে বিশেষ প্রার্থণার আয়োজন করা হয়।

জাতীয় পর্যায়ে সরকারের সাথে বৌদ্ধ জনগণের সেতু বন্ধন হিসেবে বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। মহাজোট সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবসমূহ যথাযথ জাতায় মর্যদা ও ধর্মীয় ভাবগম্ভীরভাবে উদ্‌যাপন করা হচ্ছে। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব **"শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা"** উপলক্ষে বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ ও জনগণের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট বঙ্গভবনের সার্বিক সহযোগীতায় ধারাবাহিকভাবে এ অনষ্ঠান সুচারুভাবে সম্পাদন করে আসছে। **"শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা'২০১৩** উপলক্ষে ২৩/০৫/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে বঙ্গভবনে **মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আবাদুল হামিদ** এর সাথে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ ও জনগণের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। এছাড়া, **"শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা'২০১৩** উপলৰ্যে ২২/০৫/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে গণভবনে **মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা** এর সাথে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ ও জনগণের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

অন্যান্য কার্যক্রমঃ

আইন শৃংঙ্খলা রক্ষা, বৌদ্ধ সম্পদায়ের কল্যাণার্থে বিভিন্ন কার্যক্রমে বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট স্থানীয় প্রশাসনকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে। মহাজোট সরকার দায়িত্বভার গ্রহণের পর থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা নির্দেশনায় বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যক্রম তৃণমুল পর্যায়ে বিস্তি লাভ করেছে। এই ধারা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের আওতায় পালি-বাংলা অভিধান (১ম ও ২য় খন্ড) প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়া সপ্তপর্ণী নামে একটি গবেষণাধর্মী জার্নাল প্রকাশ করা হয়।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ঃ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে ইউ এন এফ পি এ এর অর্থায়নে বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ৯৬০ জন বৌদ্ধ ভিক্ষু, মহিলা নেতৃবৃন্দ ও স্থানীয় সামাজিক নেতৃবৃন্দকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। এ ছাড়া লিডার্স অব ইনফ্লুন্সে প্রকল্পের আওতায় ৩০০ জন ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

খ্রিষ্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

পরিচিতি ঃ

১৯৮৩ সালে খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট বিষয়ক অধ্যাদেশ জারীর ২৬ বছর পর ১৫ নভেম্বর,২০০৯ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করা হয়।

লক্ষ্য ও কার্যাবলী

(১) খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় কল্যাণ সাধন।

(২) খ্রিস্টান ধর্মীয় উপাসনালয়ের রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রশাসনের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান।

(৩) খ্রিস্টান ধর্মীয় উপাসনালয়ের পবিত্রতা রক্ষার জন্য প্রযোজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

(৪) প্রয়োজনীয় বিবেচনায় অন্যান্য কার্য বা বিষয়াদি সম্পাদন ।

বোর্ড অব ট্রাস্টি ঃ

ট্রাস্ট অধ্যাদেশ অনুসারে ট্রাস্টের পরিচালনা ও প্রশাসনের দায়িত্বভার সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একটি ট্রাস্টি বোর্ডের উপর ন্যস্ত। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী মহোদয় পদাধিকার বলে বোর্ডের চেয়ারম্যান। দেশের খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ১জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ভাইস-চেয়ারম্যান। দেশের খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ৪জন বিশিষ্ট ব্যক্তি সদস্য। ট্রাস্টি বোর্ড এর মোট সদস্য সংখ্যা ৭(সাত)।

তহবিল ঃ

ট্রাস্টের তহবিল মহান জাতীয় সংসদে অধ্যাদেশের সংশ্লিষ্ট ধারা সংশোধন পূর্বক ১ কোটি টাকা থেকে ৫কোটি টাকায় উন্নীত করে তা ছাড় পূর্বক ১৯/০৭/২০১১ তারিখে স্থায়ী আমানত করা হয়েছে।

প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা ঃ

ট্রাস্টের স্থায়ী আমানত তহবিল হতে প্রাপ্ত সুদ দিয়ে ট্রাস্টের প্রশাসনিক ব্যয়, গীর্জা সংস্কার ও মেরামত এবং খ্রিস্টান কবরস্থান উন্নয়নের জন্য বার্ষিক অনুদান প্রদান করা হয়। ট্রাস্টের প্রশাসনিক অফিস ৮২ নম্বর তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকায় অবস্থিত। অফিস প্রশাসন ও কার্য পরিচালনার জন্য বর্তমানে ১জন সচিব, ১জন হিসাব রক্ষক , ১জন আইটি সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর, ১জন গাড়ী চালক এবং ১জন এম,এল,এস,এস ও ১জন ক্লিনার কর্মরত রয়েছে।

কার্যক্রম ঃ

ট্রাস্ট হতে এ পর্যন্ত ৩৪টি গীর্জা মেরামত ও সংস্কার এবং ১টি গীর্জা উন্নয়নের জন্য সর্বমোট ৪৯ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।